রাজা ও রাণী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

২৫ শ্রাবণ ১২৯৬ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দাদা মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই গ্রন্থ

উৎসৃষ্ট

হইল।

নাটকের পাত্রগণ।

বিক্রমদেব।	জালন্ধরের রাজা।
দেবদত্ত।	রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ।
জয়সেন। যুধাজিৎ।	রাজ্যের প্রধান নায়ক।
ত্রিবেদী।	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
মিহিরগুপ্ত।	জয়সেনের অমাত্য।
চন্দ্রসেন।	কাশ্মীরের রাজা।
কুমার।	কাশ্মীরের যুবরাজ। চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।
শঙ্কর।	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য।
অমররাজ।	ত্রিচূড়ের রাজা।
সুমিত্রা।	জালন্ধরের মহিষী। কুমারের ভগ্নী।
নারায়ণী।	দেবদত্তের স্ত্রী।
রেবতী।	চন্দ্রসেনের মহিষী।
ইলা।	অমরুর কন্যা। কুমারের সহিত বিবাহপণে বদ্ধ।

রাজা ও রাণী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জালন্ধর।

প্রাসাদের এক কক্ষ।

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত।

দেব। মহারাজ, এ কি উপদ্রব!

বিক্র। হয়েছে কি!

দেব। আমারে বরিবে না কি কুল-পুরোহিত-
পদে? কি করেছি দোষ? কবে শুনিয়াছ
ত্রিষ্টুভ অনুষ্টুভ এই পাপমুখে?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি! আমি পুরোহিত?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে!
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে!
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতে খানা,
তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলষ!

বি। তাইত নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্য ভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোন ব্রহ্মণ্য বালাই!

দে। তুমি চাও
নখদন্তভাঙ্গা এক পোষা পুরোহিত!

বি। পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন!
একেত আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে
সুখে বার মাস, তার পরে দিন রাত
অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ, বিধান,
অনুযোগ—অনুস্বর বিসর্গের ঘটা—
দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্ব্বাদ!

দে। শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,
আছেন ত্রিবেদী; অতিশয় সাধুলোক;
সর্ব্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে; শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্ম্মজ্ঞান!

বি। অতি ভয়ানক! সখা, শাস্ত্র নাই যার
শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুর্গুণ!
নাই যার বেদবিদ্যা, ব্যাকরণ বিধি,
নাই তার বাধাবিঘ্ন,—শুধু বুলি ছোটে
পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তদ্ধিৎ প্রত্যয়
অমর পাণিনি! এক সঙ্গে নাহি সয়
রাজা আর ব্যাকরণ দোঁহারে পীড়ন।

দে। আমি পুরোহিত? মহারাজ, এ সংবাদে
ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন

যতেক চিক্কন মাথা; অমঙ্গল স্মরি
রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত!

বি। কেন অমঙ্গলশঙ্কা?

দে। কর্ম্মকাণ্ডহীন
এ দীন বিপ্রের দোষে কুলদেবতার
রোষ হুতাশন—

বি। রেখে দাও বিভীষিকা!
কুলদেবতার রোষ সহিতে প্রস্তুত
আছি নত শির পাতি;—সহেনা কেবল
কুল-পুরোহিত-আস্ফালন! জান সখা,
দীপ্ত সূর্য্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে!
দূর কর মিছে তর্ক যত! এস করি
কাব্য আলোচনা! কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবি বাক্য—"নাহিক বিশ্বাস
রমণীরে"—আর বার বল শুনি!

দে। "শাস্ত্রং—"

বি। রক্ষা কর—ছেড়ে দাও অনুস্বর গুলো!

দে। অনুস্বর শর নহে, কেবল টঙ্কার-
মাত্র! হে বীরপুরুষ, তাহে তব এত
ডর কেন? ভাল, আমি ভাষায় বলিব।
"যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে,
শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে!"

বি। বশ নাহি মানে! ধিক্ স্পর্দ্ধা, কবি তব!

চাহে কে করিতে বশ ? বিদ্রোহী সে জন !
বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী !

দে। তা বটে ! পুরুষ রবে রমণীর বশে !

বি। রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে ?
বিধির বিধান সম অজ্ঞেয়, তা ব'লে
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,
রমণীর প্রেমে ,—আশ্রয় কোথায় পাবে ?
নদী ধায়, বায়ু বহে, কেমনে কে জানে ?
সেই নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিণী,
সেই বায়ু জীবের জীবন।

দে। বন্যা আনে
সেই নদী ; সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে !

বি। প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়, লই শিরে তুলি ;
তাই বলে কোন্ মূর্খ চাহে তাহাদের
বশ করিবারে ! বদ্ধ নদী, বদ্ধ বায়ু
রোগ, শোক, মৃত্যুর নিদান। হে ব্রাহ্মণ,
নারীর কি জান তুমি ?

দে। কিছু না রাজন !
ছিলাম উজ্জ্বল করে পিতৃমাতৃকুল
ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। তিনসন্ধ্যা ছিল
আহ্নিক তর্পণ ;—শুধু তোমার সংসর্গে
বিসর্জ্জন করিয়াছি সকল দেবতা
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।
ভুলেছি মহিম্নস্তব—শিখেছি গাহিতে
নারীর মহিমা ; সেও পুঁথিগত বিদ্যা—

তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষু রাঙাইলে
সে বিদ্যা ছুটিয়া যায় স্বপ্নের মতন!

বি। না না ভয় নাই সখা, মৌন রহিলাম;
তোমার নূতন বিদ্যা বলে যাও তুমি!

দে। শুন তবে—বলিছেন কবি ভর্ত্তৃহরি,—
"নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল,
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল!'

বি। সেই পুরাতন কথা!

দে। সত্য পুরাতন।
কি করিব মহারাজ, যত পুঁথি খুলি
ওই এক কথা! যত প্রাচীন পণ্ডিত
প্রেয়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভু
ছিল না সুস্থির! আমি শুধু ভাবি, যার
ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে,
সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
পরম নিশ্চিন্ত মনে?

বি। মিথ্যা অবিশ্বাস!
ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা!
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
হয়ে আসে মৃত জড়বৎ—তাই তারে
জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।
হের, ওই আসিছেন মন্ত্রী! স্তূপাকার
রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে! পলায়ন করি!

দে। রাণীর রাজত্বে তুমি লওগে আশ্রয়!
ধাও অন্তঃপুরে! অসম্পূর্ণ রাজকার্য্য

দুয়ার বাহিরে পড়ে থাক্ ; স্ফীত হোক্
যত যায় দিন ! তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে, ঊর্দ্ধদিকে ; দেবতার
বিচার আসন পানে !

বি। এ কি উপদেশ ?

দে। না রাজন্ ! প্রলাপ বচন ! যাও তুমি,
কাল নষ্ট হয় !

রাজার প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

ম। ছিলেন না মহারাজ ?

দে। করেছেন অন্তর্দ্ধান অন্তঃপুর পানে !

ম। (বসিয়া পড়িয়া) হা বিধাতঃ, এ রাজ্যের কি দশা করিলে ?
কোথা রাজা, কোথা দণ্ড, কোথা সিংহাসন !
শ্মশানভূমির মত বিষন্ন বিশাল
রাজ্যের বক্ষের পরে সগর্ব্বে দাঁড়ায়ে
বধির পাষাণ-রুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর !
রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকার রবে !

দে। দেখে হাসি আসে !
রাজা করে পলায়ন—রাজ্য ধায় পিছে ;—
হল ভাল মন্ত্রিবর ; অহর্নিশি যেন
রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা !

ম। এ কি হাসিবার কথা ব্রাহ্মণ ঠাকুর ?

দে। না হাসিয়া করিব কি ! অরণ্যে ক্রন্দন

সে ত বালকের কাজ ;—দিবস রজনী
বিলাপ না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্ত্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মত তুষার-কঠিন !
কি ঘটেছে বল শুনি !

ম। জান ত সকলি !
রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে ; রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতী-দেহ সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জর কাতর
কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে
মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
বসে বসে হাসে। শূন্য সিংহাসন পার্শ্বে
বিদীর্ণ-হৃদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে !

দে। বহে ঝড়, ডোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত,
রিক্তহস্ত কর্ণধার উচ্চে একা বসি
বলে 'কর্ণ কোথা গেল !' মিছে খুঁজে মর,
রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা,
বাহিছে প্রেমের তরী লীলা সরোবরে
বসন্ত পবনে—রাজ্যের বোঝাই নিয়ে
মন্ত্রীটা মরুক্ ডুবে অকূল পাথারে !

ম। হেসো না ঠাকুর ! ছি ছি, শোকের সময়ে
হাসি অকল্যাণ !

দে। আমি বলি মন্ত্রিবর

রাজারে ডিঙ্গায়ে, একেবারে পড় গিয়ে
রাণীর চরণে !

ম। আমি পারিব না তাহা !
আপন আত্মীয় জনে করিবে বিচার
রমণী, এমন কথা শুনি নাই কভু।

দে। শুধু শাস্ত্র জান মন্ত্রী ! চেন না মানুষ !
বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী ; পারে না সহিতে
পরের বিচার !

ম। ওই শোন কোলাহল !

দে। এ কি প্রজার বিদ্রোহ ?

ম। চল, দেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

লোকারণ্য।

কিনু নাপিত। ওরে ভাই কান্নার দিন নয় ! অনেক কেঁদেচি তাতে কিছু হল কি ?

মনস্থখ চাষা। ঠিক বলেছিস্‌রে সাহসে সব কাজ হয়—ওই যে কথায় বলে "আছে যার বুকের পাটা, যম্‌রাকে সে দেখায় ঝাঁটা।"

কুঞ্জরলাল কামার। ভিক্ষে করে কিছু হবে না আমরা লুঠ কর্ব্ব।

কিনু নাপিত। ভিক্ষেং নৈব নৈবচং। কি বল খুড়ো, তুমিত স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের ছেলে, লুটপাটে দোষ আছে কি ?

নন্দলাল। কিছু না,ক্ষিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা। জানিস্‌ত অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া ত আর অগ্নি নেই।

অনেকে। আগুন! তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাক ঠাকুর! তবে তাই হবে! তা আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব। ওরে আগুনে পাপ নেইরে। এবার ওঁদের বড় বড় ভিটেতে ঘুঘু চরাব!

কুঞ্জর। আমার তিনটে সড়কি আছে।

মনসুক। আমার একগাছা লাঙ্গল আছে, এবার তাজ-পরা মাথা-গুলো মাটির ঢেলার মত চষে ফেল্‌ব!

শ্রীহর কলু। আমার এক গাছ বড় কুড়ুল আছে,কিন্তু পালাবার সময় সেটা বাড়িতে ফেলে এসেচি!

হরিদীন কুমোর। ওরে তোরা মর্ত্তে বসেচিস্‌ না কি? বলিস্‌ কিরে! আগে রাজাকে জানা, তার পরে যদি না শোনে তখন অন্য পরামর্শ হবে।

কিনুনাপিত। আমিও ত সেই কথা বলি।

কুঞ্জর। আমিও ত তাই ঠাওরাচ্চি।

শ্রীহর। আমি বরাবর বলে আস্‌চি, ঐ কায়স্থের পোকে বল্‌তে দাও। আচ্ছা, দাদা, তুমি রাজাকে ভয় করবে না?

মনুরাম কায়স্থ। ভয় আমি কাউকে করিনে। তোরা লুঠ কর্ত্তে যাচ্চিস্‌ আর আমি দুটো কথা বল্‌তে পারিনে?

মনসুক। দাঙ্গা করা এক আর কথা বলা এক। এই ত বরাবর দেখে আস্‌চি, হাত চলে কিন্তু মুখ চলে না।

কিনু। মুখের কোন কাজটাই হয় না—অন্নও জোটে না কথাও ফোটে না।

কুঞ্জর। আচ্ছা তুমি কি বল্‌বে বল।

মন্নু। আমি ভয় করে বল্‌ব না; আমি প্রথমেই শাস্ত্র বল্‌ব।

শ্রীহর। বল কি? তোমার শাস্তর জানা আছে? আমি ত তাই গোড়াগুড়িই বল্‌ছিলুম কায়স্থর পোকে বল্‌তে দাও—ও জানে শোনে।

মন্নু। আমি প্রথমেই বল্‌ব—

অতিদর্পে হতালঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবঃ
অতি দানে বলিবর্দ্ধ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।

হরিদীন। হাঁ এ শাস্ত্র বটে!

কিনু। (ব্রাহ্মণের প্রতি) কেমন খুড়ো, তুমিত ব্রাহ্মণের ছেলে, এ শাস্ত্র কি না? তুমি ত এ সমস্তই বোঝ।

নন্দ। হাঁ—তা—ইয়ে—ওর নাম কি—কি ভাল—তা বুঝি বই কি! কিন্তু রাজা যদি না বোঝে, তুমি কি করে বুঝিয়ে দেবে বলত শুনি!

মন্নু। অর্থাৎ বাড়াবাড়িটে কিছু নয়।

জওহর। ঐ অত বড় কথাটার এইটুকু মানে হল?

শ্রীহর। তা না হলে আর শাস্তর কিসের?

নন্দ। চাষাভুষোর মুখে যে কথাটা ছোট্ট, বড় লোকের মুখে সেইটেই কত বড় শোনায়।

মন্মথ। কিন্তু কথাটা ভাল, "বাড়াবাড়ি কিছু নয়" শুনে রাজার চোখ ফুট্‌বে।

জওহর। কিন্তু ঐ একটাতে হবে না আরো শাস্তর চাই।

মন্নু। তা আমার পুঁজি আছে আমি বল্‌ব—

"লালনে বহবো দোষা স্তাড়নে বহবো গুণাঃ;
তস্মাৎ মিত্রঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েৎ নতু লালয়েৎ।"

তা আমরা কি পুত্র নই? হে মহারাজ, আমাদের তাড়না করবে না—ঐটে ভাল নয়।

হরিদীন। এ ভাল কথা, মস্ত কথা, ঐ যে কি বল্লে ও কথাগুলো শোনাচ্চে ভাল।

শ্রীহর। কিন্তু কেবল শাস্তর বল্লেত চল্‌বে না—আমার ঘানির কথাটা কখন্ আস্‌বে? অম্‌নি ঐ সঙ্গে যুড়ে দিলে হয় না?

নন্দ। বেটা তুমি ঘানির সঙ্গে শাস্তর জুড়বে? এ কি তোমার গরু পেয়েছ?

জওহর তাঁতি। কলুর ছেলে ওর আর কত বুদ্ধি হবে?

কুঞ্জর। দু ঘা না পিঠে পড়লে ওর শিক্ষা হবে না। কিন্তু আমার কথাটা কখন্ পাড়বে? মনে থাক্‌বে ত? আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল নয়—সে আমার ভাই পো, সে বুধকোটে থাকে—সে যখন সবে তিন বছর তখন তাকে—

হরিদীন। সব বুঝলুম কিন্তু যে রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে!

কুঞ্জর। তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।

কিনু। সাবাস্ বলেছ শাস্তর ছেড়ে অস্তর।

মনসুক্। কে বল্লেহে? কথাটা কে বল্লে?

কুঞ্জর। (সগর্ব্বে) আমি বলেছি। আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

কিনু। তা ঠিক বলেছ ভাই—শাস্তর আর অস্তর—কখন শাস্তর কখন অস্তর—আবার কখন অস্তর কখন শাস্তর।

জওহর। কিন্তু বড় গোলমাল হচ্চে। কথাটা কিযে স্থির হল বুঝতে পারছিনে। শাস্তর না অস্তর?

শ্রীহর কলু। বেটা তাঁতি কিনা, এইটে আর বুঝ্‌তে পাল্লিনে?

তবে এতক্ষণ ধরে কথাটা হল কি? স্থির হল যে শাস্তরের চেয়ে অস্তর ভাল!

কিনু। ঐ যেমন সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। শাস্তরের মহিমা বুঝ্তে ঢের দেরি হয় কিন্তু অস্তরের মহিমা খুব চট্পট্ বোঝা যায়।

অনেকে। (উচ্চস্বরে) তবে শাস্তর চুলোয় যাক্—অস্তর ধর!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দে। বেশি ব্যস্ত হবার দরকার করে না। চুলোতেই যাবে শীগ্গির। তার আয়োজন হচ্চে। বেটা তোরা কি বল্ছিলিরে?

শ্রীহর। আমরা ঐ ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছে শাস্তর শুন্ছিলুম ঠাকুর!

দেব। এম্নি মন দিয়েই শাস্তর শোনে বটে! চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে। যেন ধোবাপাড়ায় আগুন লেগেছে।

কিনু। তোমার কি ঠাকুর! তুমি ত রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুল্চ—আমাদের পেটে নাড়িগুলো জ্বলে জ্বলে মল—আমরা কি বড় সুখে চেঁচাচ্চি?

মনসুক্। আজকালের দিনে আস্তে বল্লে শোনে কে? এখন চেঁচিয়ে চোক রাঙিয়ে কথা কইতে হয়।

কুঞ্জর। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে এখন দেখ্চি অন্য উপায় আছে কি না।

দেব। কি বলিস্রে! তোদের বড় আস্পর্দ্ধা হয়েচে। তবে শুন্বি? তবে বল্ব?

"নসমানসমানসমানসমাগমমাপসমীক্ষ্য বসন্তনভ
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদ ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ।"

হরিদীন। ও বাবা, শাপ দিচ্চে না কি?

দেব। (মন্নুর প্রতি) তুমি ত ভদ্রলোকের ছেলে তুমি ত শাস্ত্র বোঝ—কেমন, এ ঠিক কথা কিনা? "নস মানস মানস মানসং।"

মন্নু। আহা ঠিক। শাস্ত্র যদি চাও ত এই বটে! তা আমিও ত ঠিক ঐ কথাটাই বোঝাচ্ছিলুম!

দেব। (নন্দর প্রতি) নমস্কার! তুমি ত ব্রাহ্মণ দেখ্‌চি। কি বল ঠাকুর, পরিণামে এই সব মূর্খরা "ভ্রমদভ্রমদভ্রমৎ" হয়ে মরবে না?

নন্দ। বরাবর তাই বলচি কিন্তু বোঝে কে? ছোট লোক কিনা!

দেব। (মনসুকের প্রতি) তোমাকেই এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মত দেখাচ্চে, আচ্ছা তুমিই বল দেখি কথাগুলো কি ভাল হচ্ছিল? (কুঞ্জরের প্রতি) আর তোমাকেও ত বেশ ভালমানুষ দেখ্‌ছি হে তোমার নাম কি?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল—কাঞ্জিলাল আমার ভাই-পোর নাম।

দেব। ওঃ—তোমারই ভাইপোর নাম কাঞ্জিলাল বটে? তা আমি রাজার কাছে বিশেষ করে তোমাদের নাম করব।

হরিদীন। আর আমাদের কি হবে?

শ্রীহর। আমাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, আমরা আজ দুদিন উপবাসী।

জওহর। গৌরসেন আমার জোত জমা কেড়ে নিয়েছে। আমার তিনটি ছেলে মার কোলে কাঁদচে। আমার হয়ে কে দুটো কথা বল্‌বে?

দেব। তা আমি বল্‌তে পারিনে বাপু। এখন ত তোরা কান্না ধরেচিস্—এই একটু আগে আর এক সুর বের করেছিলি। সে কথাগুলো কি রাজা শোনেনি? রাজা সব শুন্‌তে পায়।

অনেকে। দোহাই ঠাকুর, আমরা কিচ্ছু বলিনি ঐ কাঙ্‌লাল না মাঙ্‌লাল অস্তরের কথা পেড়েছিল।

কুঞ্জর। চুপ কর্! আমার নাম খারাপ করিস্‌নে। আমার নাম কুঞ্জরলাল। তা মিছে কথা বল্‌ব না—আমি বল্‌ছিলুম "যেমন শাস্তর আছে তেম্‌নি অস্তরও আছে—রাজা যদি শাস্তরের দোহাই না মানে তখন অস্তর আছে।" কেমন বলেছি ঠাকুর?

দেব। ঠিক বলেচ—তোমার উপযুক্ত কথাই বলেচ। অস্ত্র কি? না, বল। তা তোমাদের বল কি? না "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" কি না, রাজাই দুর্ব্বলের বল। আবার "বালানাং রোদনং বলং" রাজার কাছে তোমরা বালক বই নও। অতএব এখেনে কান্নাই তোমাদের অস্ত্র। অতএব শাস্তর যদি না খাটে ত তোমাদের অস্ত্র আছে কান্না। বড় বুদ্ধিমানের মত কথা বলেচ—প্রথমে আমাকেই ধাঁদা লেগে গিয়েছিল তোমার নামটা মনে রাখ্‌তে হবে। কি হে তোমার নাম কি?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

অন্য সকলে। ঠাকুর, আমাদের মাপ কর, ঠাকুর, মাপ কর—

দেব। আমি মাপ করবার কে? তবে দেখ্, কান্নাকাটি করে দেখ্, রাজা যদি মাপ করে।

সকলে (পশ্চাৎ পশ্চাৎ)। ঠাকুর রক্ষা কর উদ্ধার কর, আমরা অনাথ, আমাদের কেউ নেই। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

প্রমোদকানন।

বিক্রমদেব। সুমিত্রা।

বিক্রম। সৌম্য শান্ত সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূ সম; সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক-কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে; দিবালোক-তট হতে
এস, নেমে এস, কনক চরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে।
কোথা ছিলে প্রিয়ে?

সুমিত্রা। নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহ-কাজে—জেনো, নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ।

বিক্রম। থাক্ গৃহ, গৃহকাজ!
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি;
অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক্ পড়ে বাহিরের কাজ!

সুমিত্রা। কেবল অন্তরে তব? নহে, নাথ, নহে;
রাজন্, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে!
অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।

বিক্রম। হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয়
সে সুখের দিন? সেই প্রথম মিলন;—
প্রথম প্রেমের ছটা;—দেখিতে দেখিতে
সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবন-বিকাশ;—
সেই নিশি-সমাগমে দুরুদুরু হিয়া;
নয়ন-পল্লবে লজ্জা, ফুলদলপ্রান্তে
শিশির বিন্দুর মত;—অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া ওঠে, নিমেষে মিলায়,
সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতর কম্পিত
দীপশিখাসম; নয়নে-নয়নে হয়ে
ফিরে আসে আঁখি; বেধে যায় হৃদয়ের
কথা; হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে; চাহে
নিশীথের তারা, লুকায়ে জানালা পাশে;
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল;
সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন;
তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয়!
কোথা ছিল গৃহকাজ! কোথা ছিল, প্রিয়ে,
সংসার ভাবনা!

সুমিত্রা। তখন ছিলাম শুধু
ছোট দুটি বালক বালিকা; আজ মোরা
রাজা রাণী।

বিক্রম। রাজা রাণী! কে রাজা? কে রাণী?

নহি আমি রাজা! শূন্য সিংহাসন কাঁদে!
জীর্ণ রাজকার্য্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে!

সুমিত্রা। শুনিয়া লজ্জায় মরি! ছিছি মহারাজ,
এ কি ভালবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব! শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নই;—আমারে দিওনা লাজ;
আমারে বেসো না ভাল রাজশ্রীর চেয়ে!

বিক্রম। চাহ না আমার প্রেম?

সুমিত্রা। কিছু চাই নাথ;
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রম। আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।

সুমিত্রা। তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার পরে
স্বতন্ত্র উন্নত; তবে ত আশ্রয় পাব
আমরা লতার মত তোমাদের শাখে!
তোমরা সকল মন দিয়ে ফেল যদি
কে রহিবে আমাদের ভালবাসা নিতে,
কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার?
তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত;

সহস্র পাখীর গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়!

বিক্রম। কথা দূর কর প্রিয়ে; হের সন্ধেবেলা
মৌন-প্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি! তবে মোরা কেন দোঁহে
কথার উপরে কথা করি বরিষণ?)
অধর অধরে বসি প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখুক্ রুধিয়া!

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। এখনি দর্শনপ্রার্থী মন্ত্রীমহাশয়,
গুরুতর রাজকার্য্য, বিলম্ব সহে না।

বিক্রম। ধিক্ তুমি! ধিক্ মন্ত্রী! ধিক্ রাজকার্য্য!
রাজ্য রসাতলে যাক্ মন্ত্রী লয়ে সাথে!

কঞ্চুকীর প্রস্থান।

সুমিত্রা। যাও, নাথ, যাও!

বিক্রম। বার বার এক কথা!
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর! কাজ, কাজ, যাও, যাও!
যেতে কি পারিনে আমি? কে চাহে থাকিতে?)
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার
সযত্নে ওজন-করা বিন্দু বিন্দু কৃপা?
(এখনি চলিনু!
অয়ি হৃদিলগ্ন লতা!
ক্ষম মোরে, ক্ষম অপরাধ; মোছ আঁখি,

ম্লান মুখে হাসি আন, অথবা ভ্রূকুটি ;
দাও শাস্তি, কর তিরস্কার !

সুমিত্রা। মহারাজ,
এখন সময় নয়,—আসিয়োনা কাছে ;
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে।

বিক্রম। হায় নারী, কি কঠিন হৃদয় তোমার !
কোন কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব !
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য্য চলিছে অবাধে ; এ কেবল
সামান্য কি বিঘ্ন নিয়ে, তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি-সাবধান !

প্রাসাদের দ্বারে কোলাহল।

সুমিত্রা। ওই শোন ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান ! ওরে বৎস, মাতৃহীন
ন'স্ তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রাণী, জননী তোদের !

প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুরের কক্ষ।

সুমিত্রা।

সুমিত্রা। এখনো এল না কেন? কোথায় ব্রাহ্মণ?
ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয় হোক্!
সুমিত্রা। ঠাকুর, কিসের কোলাহল?
দেব। শোন কেন মাতঃ! শুনিলেই কোলাহল!
সুখে থাক, রুদ্ধ কর কান!) অন্তঃপুরে,
সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেখানেও? বল ত এখনি সৈন্য লয়ে
তাড়া করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল!
সুমিত্রা। (বল শীঘ্র কি হয়েছে!
দেব। কিছু না—কিছু না!
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা!
অভদ্র অসভ্য যত বর্ব্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়! রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
হল কোকিল পাপিয়া!
সুমিত্রা। আহা, কে ক্ষুধিত?

দেব। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট! দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য্য!

সুমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কি শুনি!
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?

দেব। ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মত, লোলজিহ্বা
একপাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, কখনো উচ্ছিষ্ট! বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে ত কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে!

সুমিত্রা। কি বলিলে,
রাজা কি নির্দ্দয় তবে? দেশ অরাজক?

দেব। অরাজক কে বলিবে? সহস্ররাজক!

সুমিত্রা। রাজকার্য্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি?

দেব। দৃষ্টি নাই? সে কি কথা! বিলক্ষণ আছে!
গৃহপতি নিদ্রাগত, তা' বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনিদৃষ্টি!
তাদের কি দোষ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্ব্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?

সুমিত্রা। বিদেশী? কে তারা? তবে আমার আত্মীয়?

দেব। রাণীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমী !

সুমিত্রা। জয়সেন ?

দেব। ব্যস্ত তিনি প্রজা সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
দূর গেছে--আছে শুধু অস্থি আর চর্ম্ম।

সুমিত্রা। শিলাদিত্য ?

দেব। তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন।

সুমিত্রা। যুধাজিৎ ?

দেব। নিতান্তই ভদ্র লোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান্ হাত ধরণীর পিঠে;
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।

সুমিত্রা। এ কি লজ্জা ! এ কি পাপ ! আমার আত্মীয় !
পিতৃকুল অপযশ ! ছিছি এ কলঙ্ক
করিব মোচন। তিলেক বিলম্ব নহে ! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দেবদত্তের গৃহ।

নারায়ণী গৃহকার্য্যে নিযুক্ত।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। প্রিয়ে বাসবদত্তে!

নারায়ণী। কি পোড়ারমুখো!

দেব। এই বুঝি! সে দিন রাজবাড়ির নাটক দেখে এসে এই শিক্ষা হল? এম্‌নি করে হাত নেড়ে নাকী সুর করে বল—"কধং অজ্জউত্তো! জয়তু জয়তু অজ্জউত্তো!" নয় ত ভাষায় বল—জয় হোক আর্য্যপুত্র; তোমার মুখে ফুলচন্দন এবং কিঞ্চিৎ জলখাবার পড়ুক। হে জীবনবল্লভ, হে হৃদয়সখা, তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেব, না মাথায় পাকাচুল তুল্‌ব, দাসীকে সত্বর বলে দাও!

নারা। হে আমার ব্রাহ্মণের ঘরের ঢেঁকি, তোমার কোন্‌ গালে কালী কোন্‌ গালে চুণ দিতে হবে আমায় সত্বর বলে দাও— তোমার মাথায় ঘোল ঢাল্‌ব, না তোমার—

দেব। বুঝেছি, বুঝেছি। তবে থাক্‌, তবে নাটক থাক্‌। ওতে সুবিধে হল না। বলি ঘরে কিছু আছে কি?

নারা। তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি। তাও না থাক্‌লেই আপদ চোকে!

দেব। ও আবার কি কথা! এর চেয়ে যে নাটক ছিল ভাল!

নারা। তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক যুটিয়ে আন, ঘরে ক্ষুদ কুঁড়ো আর বাকী রইল না। খেটে খেটে আমার শরীরও আর থাকে না।

দেব। আমি সাধে আনি? হাতে কাজ থাক্‌লে তুমি থাক ভাল, সুতরাং আমিও ভাল থাকি। আর কিছু না হোক্ তোমার ঐ মুখখানি বন্ধ থাকে!

নারা। বটে? তা আমি এই চুপ করলুম। আমার কথা যে তোমার এত অসহ্য হয়ে উঠেছে তা কে জান্‌ত? তা', কে বলে আমার কথা শুন্‌তে—

দেব। তুমিই বল, আবার কে বল্‌বে? এক কথা না শুন্‌লে দশ কথা শুনিয়ে দাও!

নারা। বটে! আমি দশ কথা শোনাই! তা আমি এই চুপ করলুম। আমি একেবারে থাম্‌লেই তুমি বাঁচ। এখন কি আর সে দিন আছে—সে দিন গেছে। এখন আবার নতুন মুখের নতুন কথা শুন্‌তে সাধ গিয়েছে—এখন আমার কথা পুরোণো হয়ে গেছে!

দেব। বাপ্‌রে! আবার নতুন মুখের নতুন কথা! শুন্‌লে আতঙ্ক হয়! তবু পুরোণো কথাগুলো অনেকটা অভ্যেস্ হয়ে এসেছে।

নারা। আচ্ছা, বেশ। এতই জ্বালাতন হয়ে থাক ত আমি এই চুপ করলুম। আমি আর একটি কথাও কব না। আগে বল্লেই হত—আমি ত জানতুম না। জান্‌লে কে তোমাকে—

দেব। আগে বলিনি? কতবার বলেছি! কৈ, কিছু হল না ত!

নারা। বটে! তা বেশ, আজ থেকে তবে এই চুপ করলুম। তুমিও সুখে থাক্‌বে, আমিও সুখে থাক্‌ব। আমি সাধে বকি? তোমার রকম দেখে—

দেব। এই বুঝি তোমার চুপ করা!

নারা। আচ্ছা। (বিমুখ)

দেব। প্রিয়ে! প্রেয়সী! মধুর ভাষিণী! কোকিলগঞ্জিনী!

নারা। চুপ কর।

দেব। রাগ কোরোনা প্রিয়ে—কোকিলের মত রং বল্‌চিনে, কোকিলের মত পঞ্চম স্বর। দোহাই তোমার—তুমি আমাকে গাল দাও আমি শুনি! আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলচি—তোমার গাল শুন্‌লে আমার গা জুড়িয়ে যায়—তোমার মিষ্টি কথাও আমার এত মিষ্টি লাগে না।

নারা। যাও যাও বোকো না। কিন্তু তা বল্‌চি, তুমি যদি আরো ভিখিরী জুটিয়ে আন তা হলে হয় তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করব, নয় নিজে বনবাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেব। তা হলে আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব—এবং ভিক্ষুকগুলোও যাবে।

নারা। মিছে না! ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই!

অতিথির প্রবেশ।

অতিথি। জয় হোক্ মা!

নারা। কি রে রামচরণ, এত বেলায় যে! এখনো খাওয়া হয় নি না কি?

দেব। বেরো বেটা! আমি ব্রাহ্মণ ভিখিরির জাত, তুই আবার আমার কাছ থেকে ভিক্ষে চাস্!

নারা। আহা কর কি! অতিথিকে ফেরাতে নেই। তা, তুই বোস্; কুড়িয়ে যা আছে কিছু নিয়ে আসি!

দেব। এই বুঝি তোমার ঝেঁটিয়ে বিদায় করা? এ ত ঝেঁটিয়ে অন্ন বিদায় করা!

নারা। আহা একটা লোককে যদি না খাওয়াতে পারব তবে আর আমার ঘরকন্না কিসের?

রাম। একটা লোক না মা, রাজ্যের চারদিক থেকে উপবাসী এসেছে। সব তোমার নাম শুনে তোমার দুয়োরে আস্‌চে।

দেব। ও গো শুন্‌চ? একটা ঝাঁটায় হবে না। পাড়া থেকে ঝাঁটা সংগ্রহ করে আন!

নারা। এ রাজ্যের দশা হল কি!

দেব। এখন এদের তাড়াবার উপায় কি?

নারা। কেন? তাড়াবে কেন?

দেব। তুমিই ত বল্‌ছিলে ঘরে ক্ষুদ কুঁড়ো নেই।

নারা। তা কি আর একদিনের মত হবে না?

দেব। একদিন কেন, এখন কিছু দিন এই রকম চালাতে হবে।

নারা। তা কি আর চল্‌বে না? দুয়োরে এলে কি ফেরাতে পারি? তাই বলে তোমার আর ডেকে আন্‌তে হবে না।

দেব। তা আর দরকার হবে না। ঐ দেখ না আস্‌চে। না না এ যে ত্রিবেদী ঠাকুর। কি সর্ব্বনাশ! কি মনে করে!

নারা। চল্‌ রামচরণ দেখিগে ঘরে কি আছে।

নারায়ণী রামচরণের প্রস্থান।

ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ।

ত্রিবেদী। শিব শিব শিব। তুমি রাজপুরোহিত হয়েছ?

দেব। তা হয়েছি! কিন্তু রাগ কেন ঠাকুর? কোন দোষ ছিল না। মালাও জপিনে ভগবানের নামও করিনে। রাজার মর্জ্জি!

ত্রি। পিপীলিকার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে। শ্রীহরি!

দেব। আমার প্রতি রাগ করে শব্দশাস্ত্রের প্রতি উপদ্রব কেন? পক্ষচ্ছেদ নয় পক্ষোদ্ভেদ।

ত্রি। তা ও একই কথা। ছেদও যা' ভেদও তা! কথায় বলে

ছেদভেদ! হে ভব-কাণ্ডারী! যাহোক্ তোমার যতদূর বার্দ্ধক্য হবার তা হয়েছে!—

দেব। ব্রাহ্মণী সাক্ষী এখনো আমার যৌবন পেরোয়নি!

ত্রিবে। আমিও ত তাই বল্‌চি। যৌবনের দর্পেই তোমার এতটা বার্দ্ধক্য হয়েচে। তা তুমি মরবে! হরিহে দীনবন্ধু!

দেব। ব্রাহ্মণবাক্য মিথ্যে হবে না—তা আমি মরব। কিন্তু সে জন্যে তোমার বিশেষ আয়োজন কর্ত্তে হবে না; স্বয়ং যম রয়েছেন। ঠাকুর, তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে যে তাঁর বেশি কুটুম্বিতে তা নয়—সকলেরই প্রতি তাঁর সমান নজর।

ত্রি। তোমার সময় নিতান্ত এগিয়ে এসেচে। দয়াময় হরি!

দেব। তা কি করে জান্‌ব? দেখেচি বটে আজ কাল মরে ঢের লোক—কেউবা গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউবা গলায় কলসী বেঁধে মরে, আবার সর্পাঘাতেও মরে কিন্তু ব্রহ্মশাপে মরে না। ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরেছে শুনেছি কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না। অতএব যদি শীঘ্র না মরে উঠ্‌তে পারি ত রাগ কোরো না ঠাকুর—সে আমার দোষ নয়, সে কালের দোষ!

ত্রি। প্রণিপাত! শিব শিব শিব!

দেব। আর কিছু প্রয়োজন আছে?

ত্রিবে। না। কেবল এই খবরটা দিতে এলুম। দয়াময়! তা তোমাদের চালে যদি দু একটা বেশি কুম্‌ড়ো ফলে থাকে ত দিতে পার—আমার দরকার আছে।

দেব। এনে দিচ্চি। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

পুষ্পোদ্যান।

বিক্রমদেব। রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য।

বিক্রম। শুনোনা অলীক কথা, মিথ্যা অভিযোগ ;
যুধাজিৎ, জয়সেন, উদয়ভাস্কর,
সুযোগ্য সুজন। একমাত্র অপরাধ
বিদেশী তাহারা—তাই এ রাজ্যের মনে
বিদ্বেষ অনল উদ্গারিছে কৃষ্ণ ধূম
নিন্দা রাশি রাশি !

অমাত্য। সহস্র প্রমাণ আছে,
বিচার করিয়া দেখ।

বিক্রম। কি হবে প্রমাণ ?
চলিছে বৃহৎ রাজ্য বিশ্বাসের বলে ;
যার পরে রয়েছে যে ভার, সযতনে
তাই সে পালিছে। প্রতিদিন তাহাদের
বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শুনে,
নহে ইহা রাজধর্ম্ম ! আর্য্য, যাও, এবে,
করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাঘাত।

অমাত্য। পাঠায়েছে
মন্ত্রী মোরে ; সানুনয়ে করিছে প্রার্থনা
দর্শন তোমার, গুরু রাজকার্য্যতরে।

বিক্রম। চিরকাল আছে রাজ্য, আছে রাজকার্য্য ;
স্থমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে
দেখা দেয়, অতি ভীরু, অতি সুকুমার ;
ফুটে ওঠে পুষ্পটির মত, টুটে যায়
বেলা না ফুরাতে ; কে তারে ভাঙ্গিতে চাহে
অকালে চিন্তার ভারে ? বিশ্রামেরে জেনো
কর্ত্তব্য কাজের অঙ্গ।

অমাত্য। যাই মহারাজ ! (প্রস্থান)

রাণীর আত্মীয় অমাত্যের প্রবেশ।

অমাত্য। বিচারের আজ্ঞা হোক্ !

বিক্রম। কিসের বিচার ?

অমাত্য। শুনি না কি, মহারাজ, নির্দ্দোষীর নামে
মিথ্যা অভিযোগ—

বিক্রম। সত্য মিথ্যা কে বলিবে ?
হয়ত সত্যই হবে ! কিন্তু যতক্ষণ
বিশ্বাস রেখেছি আমি তোমাদের পরে
ততক্ষণ থাক মৌন হয়ে ; এ বিশ্বাস
ভাঙ্গিবে যখন, তখন আপনি আমি
সত্য মিথ্যা করিব বিচার। যাও চলে !

অমাত্যের প্রস্থান।

বিক্রম। হায় কষ্ট মানব জীবন ! পদে পদে
নিয়মের বেড়া। আপন রচিত জালে
আপনি জড়িত। অশান্ত আকাঙ্ক্ষা পাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর পিঞ্জরে।

কেন এ জটিল অধীনতা ? কেন এত
আত্মপীড়া ? কেন এ কর্ত্তব্য কারাগার ?
তুই সুখী অয়ি মাধবিকা ! বসন্তের
আনন্দমঞ্জরী) শুধু প্রভাতের আলো,
নিশির শিশির, শুধু গন্ধ, শুধু মধু,
শুধু মধুপের গান—বায়ুর হিল্লোল—
স্নিগ্ধ পল্লব শয়ন,—প্রস্ফুট শোভায়
সুনীল আকাশ পানে নীরবে উত্থান,
তার পরে ধীরে ধীরে শ্যাম দুর্ব্বাদলে
নীরবে পতন। নাই তর্ক, নাই বিধি,
বিনিদ্র নিশায় মর্ম্মে সংশয় দংশন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ !

সুমিত্রার প্রবেশ।

এসেছ পাষাণি ! দয়া কি হয়েছে মনে ?
হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল ?
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে ? জাননা কি, প্রিয়ে,
সকল কর্ত্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর ?
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্ত্তব্য।

সুমি। হায়, ধিক্ মোরে ! কেমনে বোঝাব, নাথ,
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে !
মহারাজ, অধীনীর শোন নিবেদন—
এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি। প্রভু,
পারিনে শুনিতে আর কাতর অভাগা

সন্তানের করুণ ক্রন্দন! রক্ষা কর
পীড়িত প্রজারে!

বিক্রম। কি করিতে চাহ রাণী?

সুমি। আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের!

বিক্রম। কে তাদের জান?

সুমি। জানি।

বিক্রম। তোমার আত্মীয়!

সুমিত্রা। নহে মহারাজ! আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীয়! এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তারাই আমার আপনার। সিংহাসন
রাজছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকারসন্ধানে—তারা দস্যু, তারা চোর!

বিক্রম। যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তারা!

সুমিত্রা। এই দণ্ডে তাহাদের দাও দূর করে!

বিক্রম। আরামে রয়েছে তারা, যুদ্ধ ছাড়া কভু
নড়িবেনা এক পদ।

সুমিত্রা। তবে যুদ্ধ কর!

বিক্রম। যুদ্ধ কর! হায় নারী, তুমি কি রমণী?
দুঃখ নাই, চিন্তা নাই, অশ্রু নাই চোখে,
শান্তমুখে বলিতেছ, যাও, যুদ্ধ কর!
ভাল; যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তার আগে
তুমি মান' অধীনতা, তুমি দাও ধরা;
ধর্ম্মাধর্ম্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ

সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল।
তবেই ফুরাবে কাজ,—তৃপ্তমন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে!
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি
তোমার অদৃষ্ট সম রব তব সাথে!

সুমিত্রা। আজ্ঞা কর মহারাজ, মহিষী হইয়া
আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ। (প্রস্থান)

বিক্রম। এমনি করেই মোরে করেছ বিকল!
আছ তুমি আপনার মহত্ত্ব শিখরে
বসি একাকিনী; আমি পাইনে তোমারে!
দিবানিশি চাহি তাই! তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া! হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন?

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয় হোক্ মহারাণী—কোথা মহারাণী?
একা তুমি মহারাজ?

বিক্রম। তুমি কেন হেথা?
ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপুর মাঝে?
কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ?

দেব। রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে।
ঊর্দ্ধস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
নিতান্ত প্রাণের দায়ে—সে কি ভাবে কভু
পাছে তব বিশ্রামের হয় কোন ক্ষতি?
ভয় নাই, মহারাজ, এসেছি, কিঞ্চিৎ

ভিক্ষা মাগিবার তরে রাণী মার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়ই রুক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অপ্রতুল। (প্রস্থান)

বিক্রম। সুখী হোক্, সুখে থাক্ এ রাজ্যের সবে!
কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন?
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ সকল? কেন মানুষের পরে
মানুষের এত উপদ্রব? দুর্ব্বলের
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার পরে
সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন? যাই, দেখি,
যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায়!

সপ্তম দৃশ্য।

মন্ত্রগৃহ।

বিক্রমদেব ও মন্ত্রী।

বিক্রম। এই দণ্ডে রাজ্য হতে দাও দূর করে
যত সব বিদেশী দস্যুরে! সদা দুঃখ,
সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন!
আর যেন একদিন না শুনিতে হয়
পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল!

মন্ত্রী। মহারাজ, ধৈর্য্য চাই। কিছু দিন ধরে
রাজার নিয়ত-দৃষ্টি পড়ুক্ সর্ব্বত্র,
ভয় শোক বিশৃঙ্খলা তবে দূর হবে।
অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে

অমঙ্গল—একদিনে কি করিবে তার ?

বিক্রম। একদিনে চাহি তারে সমূলে নাশিতে।
শত বরষের শাল যেমন সবলে
একদিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ !

মন্ত্রী। অস্ত্র চাই, লোক চাই—

বিক্রম। সেনাপতি কোথা ?

মন্ত্রী। সেনাপতি নিজেই বিদেশী।

বিক্রম। বিড়ম্বনা !
তবে ডেকে নিয়ে এস দীন প্রজাদের,
খাদ্য দিয়ে তাহাদের বন্ধ কর মুখ,
অর্থ দিয়ে করহ বিদায় ! রাজ্য ছেড়ে
যাক্ চলে, যেথা গিয়ে সুখী হয় তারা ! (প্রস্থান)

দেবদত্তের সহিত সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমিত্রা। আমি এ রাজ্যের রাণী—তুমি মন্ত্রী বুঝি ?

মন্ত্রী। প্রণাম জননি ! দাস আমি। কেন মাতঃ,
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ মন্ত্রগৃহে কেন ?

সুমিত্রা। প্রজার ক্রন্দন শুনে পারিনে তিষ্ঠিতে
অন্তঃপুরে। এসেছি করিতে প্রতিকার !

মন্ত্রী। কি আদেশ মাতঃ ?

সুমি। বিদেশী নায়ক
এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান
মোর নামে ত্বরা করি।

মন্ত্রী। সহসা আহ্বানে
সংশয় জন্মিবে মনে—কেহ আসিবে না।

সুমি। মানিবে না রাণীর আদেশ ?

দেব। রাজা রাণী

ভুলে গেছে সবে। কদাচিৎ জনশ্রুতি

শোনা যায়।

সুমি। কালভৈরবের পূজোৎসবে

কর তবে নিমন্ত্রণ সবে। সেই দিন

তাহাদের হইবে বিচার। দণ্ড যদি

না করে স্বীকার তারা গর্ব্বে অন্ধ হয়ে

সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত ! (প্রস্থান)

দেব। কাহারে পাঠাবে দূত ?

মন্ত্রী। ত্রিবেদী ঠাকুরে।

নির্ব্বোধ সরল মন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ,

তার পরে কারো আর সন্দেহ হবে না।

দেব। ত্রিবেদী সরল ? নির্ব্বুদ্ধিই বুদ্ধি তার,

সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড।

অষ্টম দৃশ্য।

ত্রিবেদীর কুটীর।

মন্ত্রী ও ত্রিবেদী।

মন্ত্রী। বুঝেছ ঠাকুর, এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না।

ত্রি। তা বুঝেছি। হরিহে ! কিন্তু মন্ত্রী, কাজের সময় আমাকে ডাক, আর পৈরহিত্যের বেলায় দেবদত্তর খোঁজ পড়ে।

মন্ত্রী। তুমি ত জান ঠাকুর, দেবদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ওঁকে দিয়ে আর ত কোন কাজ হয় না! উনি কেবল মন্ত্র পড়তে আর ঘণ্টা নাড়তে পারেন।

ত্রি। কেন, আমার কি বেদের উপরে কম ভক্তি? আমি বেদ পূজো করি, তাই বেদ পাঠ করবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটা অক্ষরও দেখ্‌বার যো নেই। তা যাই হোক্, তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কোরো। তা আজই আমি যাব! হে মধুসূদন!

মন্ত্রী। কি বল্‌বে?

ত্রি। তা আমি বল্‌ব কালভৈরবের পূজো, তাই রাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করেচেন—আমি খুব বড় রকম সালঙ্কার দিয়েই বল্‌ব—সব কথা এখন মনে আস্‌চে না—পথে যেতে যেতে ভেবে নেব। হরি হে তুমিই সত্য!

মন্ত্রী। যাবার আগে একবার দেখা করে যেয়ো ঠাকুর।

(প্রস্থান)

ত্রি। আমি নির্ব্বোধ, আমি শিশু, আমি সরল, আমি তোমাদের কাজ উদ্ধার করবার গরু! পিঠে বস্তা, নাকে দড়ি, কিছু বুঝ্‌ব না, শুধু ল্যাজে মোড়া খেয়ে চল্‌ব—আর সন্ধেবেলায় ছুটি খানি শুক্‌নো বিচিলি খেতে দেবে! হরি হে, তোমারি ইচ্ছে! দেখা যাবে কে কতখানি বোঝে! ওরে এখনো পূজোর সামগ্রী দিলিনে? বেলা যায় যে! নারায়ণ নারায়ণ!

পূজোপকরণ লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

ত্রিবেদী পূজায় প্রবৃত্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিংহগড়।

জয়সেনের প্রাসাদ।

জয়সেন, ত্রিবেদী, মিহির গুপ্ত।

ত্রি। তা বাপু, তুমি যদি চক্ষু অমন রক্তবর্ণ কর তা হলে আমার আপ্তবিশ্রুতি হবে। ভক্তবৎসল হরি! দেবদত্ত আর মন্ত্রী আমাকে অনেক করে শিখিয়ে দিয়েছে—কি বল্‌ছিলেম ভাল? আমাদের রাজা, কালভৈরবের পূজো নামক একটা উপলক্ষ্য করে—

জয়। উপলক্ষ্য করে?

ত্রি। হাঁ, তা নয় উপলক্ষ্যই হল, তাতে দোষ হয়েছে কি? মধুসূদন! তা তোমার চিন্তা হতে পারে বটে! উপলক্ষ্য শব্দটা কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসাসক্ত হয়ে পড়েছে—ওর যা' যথার্থ অর্থ সেটা নিরাকার করতে অনেকেরই গোল ঠেকে দেখেছি।

জয়। তাইত ঠাকুর, ওর যথার্থ অর্থটাই ঠাওরাচ্ছি!

ত্রি। রাম নাম সত্য। তা না হয় উপলক্ষ্য না বলে উপসর্গ বলা গেল। শব্দের অভাব কি বাপু? শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম। অতএব উপলক্ষ্যই বল আর উপসর্গই বল, অর্থ সমানই রইল।

জয়। তা বটে। রাজা যে আমাদের আহ্বান করেছেন তার উপলক্ষ্য এবং উপসর্গ পর্য্যন্ত বোঝা গেল—কিন্তু তার যথার্থ কারণটা কি খুলে বল দেখি।

ত্রি। ঐটে বল্‌তে পারলুম না বাপু—ঐটে আমায় কেউ বুঝিয়ে বলে নি! হরিহে!

জয়। ব্রাহ্মণ, তুমি বড় কঠিন স্থানে এসেছ, কথা গোপন কর ত বিপদে পড়বে।

ত্রি। হে ভগবান্! হ্যাঁ দেখ বাপু, তুমি রাগ কোরো না, তোমার স্বভাবটা নিতান্ত যে মধুমত্ত মধুকরের মত তা বোধ হচ্চে না।

জয়। বেশি বোকোনা, ঠাকুর, যথার্থ কারণ যা জান বলে ফেল।

ত্রি। বাসুদেব! সকল জিনিষেরই কি যথার্থ কারণ থাকে? যদি বা থাকে ত সকল লোকে কি টের পায়? যারা গোপনে পরামর্শ করেছে তারাই জানে, মন্ত্রী জানে দেবদত্ত জানে। তা বাপু, তুমি অধিক ভেবোনা, বোধ করি সেখেনে যাবামাত্রই যথার্থ কারণ অবলম্বে টের পাবে।

জয়। মন্ত্রী তোমাকে আর কিছু বলেনি?

ত্রিবে। নারায়ণ, নারায়ণ! তোমার দিব্যি কিছু বলেনি। মন্ত্রী বল্লে—"ঠাকুর, যা বল্লুম, তা ছাড়া একটি কথা বোলোনা। দেখো, তোমাকে যেন একটুও সন্দেহ না করে!" আমি বল্লুম, "হে রাম! সন্দেহ কেন কর্ব্বে? তবে বলা যায় না। আমি ত সরলচিত্তে বলে যাব, যিনি সন্দগ্ধ হবেন তিনি হবেন!" হরি হে তুমিই সত্য!

জয়। পূজো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, এ ত সামান্য কথা,—এতে সন্দেহ হবার কি কারণ থাক্‌তে পারে?

ত্রি। তোমরা বড় লোক, তোমাদের এই রকমই হয়। নইলে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি" বল্‌বে কেন? যদি তোমাদের কেউ এসে বলে "আয় ত রে পাষণ্ড তোর মুণ্ডটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলি" অমনি তোমাদের উপলুব্ধ হয় যে, আর যাই হোক্ লোকটা প্রবঞ্চনা করচে না, মুণ্ডটার উপরে বাস্তবিক তার নজর আছে বটে! কিন্তু যদি

কেউ বলে "এস ত বাপধন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই," অম্‌নি তোমাদের সন্দেহ হয়। যেন আস্ত মুণ্ডুটা ধরে টান মারার চেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ! হে ভগবান্, যদি রাজা স্পষ্ট করেই বল্‌ত—একবার হাতের কাছে এস ত, তোমাদের একেকটাকে ধরে রাজ্য থেকে নির্ব্বসন করে পাঠাই—তা হলে এটা কখনও সন্দেহ কর্ত্তে না যে হয় ত বা রাজকন্যার সঙ্গে পরিণাম বন্ধন করবার জন্যেই রাজা ডেকে থাকবেন! কিন্তু রাজা বলেছেন না কি—হে বন্ধু সকল, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব অতএব তোমরা পূজো উপলক্ষে এখেনে এসে কিঞ্চিৎ ফলাহার করবে"—অম্‌নি তোমাদের সন্দেহ হয়েছে সে ফলাহারটা কি রকমের না জানি! হে মধুসূদন! তা এম্‌নি হয় বটে! বড় লোকের সামান্য কথায় সন্দেহ হয়, আবার সামান্য লোকের বড় কথায় সন্দেহ হয়।

জয়। ঠাকুর, তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। আমার যে টুকু বা সন্দেহ ছিল, তোমার কথায় সমস্ত ভেঙ্গে গেছে।

ত্রি। তা ঠিক কথা বলেছ। আমি তোমাদের মত বুদ্ধিমান নই—সকল কথা তলিয়ে বুঝ্‌তে পারিনে—কিন্তু, বাবা, সরল—পুরাণ সংহিতায় যাকে বলে "অন্যে পরে কা কথা" অর্থাৎ অন্যের কথা নিয়ে কখনো থাকিনে!

জয়। আর কাকে কাকে তুমি নিমন্ত্রণ কর্ত্তে বেরিয়েছ?

ত্রি। তোমাদের পোড়া নাম আমার মনে থাকে না। তোমাদের কাশ্মীরী স্বভাব যেমন, তোমাদের নামগুলোও ঠিক তেম্‌নি শ্রুতি-পৌরুষ! তা এরাজ্যে তোমাদের গুষ্টির যেখেনে যে আছে সকল-কেই ডাক পড়েছে। শূলপাণি! কেউ বাদ যাবে না!

জয়। যাও, ঠাকুর, এখন বিশ্রাম করগে!

ত্রি। যাহোক্, তোমার মন থেকে যে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে মন্ত্রী এ কথা শুন্‌লে ভারি খুসী হবে। মুকুন্দ মুরহর মুরারে! (প্রস্থান)

জয়। মিহির গুপ্ত, সমস্ত অবস্থা বুঝ্‌লে ত? এখন গৌরসেন, যুধাজিৎ, উদয় ভাস্কর ওঁদের কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও। বল, অবিলম্বে সকলে একত্র মিলে একটা পরামর্শ করা আবশ্যক।

মিহির। যে আজ্ঞা।

জয়। যে সব প্রজা রাজধানীতে পালিয়েছে তাদের কি করলে?

মিহির। যারা একলা গিয়েছে তাদের স্ত্রী পুত্র কারাগারে দেওয়া গেছে।

জয়। ভবিষ্যতে আর একটি প্রজাও যেন আমার হাত ছেড়ে না পালাতে পারে সে বিষয়ে সাবধান হবে। যে গ্রামের একটি লোক পালাবে সেখেনে সমস্ত গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেবে। যাও শীঘ্র চারদিকে দূত পাঠাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

বিক্রমদেব, রাণীর আত্মীয় সভাসদ।

সভাসদ। ধন্য মহারাজ!

বিক্রম। কেন এত ধন্যবাদ?

সভা। মহত্ত্বের এই ত লক্ষণ—দৃষ্টি তার
সকলের পরে। ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্র জনে
পায় না দেখিতে! প্রবাসে পড়িয়া আছে
সেবক যাহারা, জয়সেন, যুধাজিৎ—
মহোৎসবে তাহাদের করেছ স্মরণ।

আনন্দে বিহ্বল তারা। সত্বর আসিছে
দলবল নিয়ে।

বিক্রম। যাও, যাও! তুচ্ছ কথা,
তার লাগি এত যশোগান! জানিও নে
আহূত হয়েছে কারা পূজার উৎসবে!

সভা। রবির উদয় মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাই পরিশ্রম,
নাই তাহে ক্ষতি বৃদ্ধি তার! জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনক কিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়!

বিক্রম। থাম, থাম, যথেষ্ট হয়েছে!
আমি যত অবহেলে কৃপাবৃষ্টি করি
তার চেয়ে অবহেলে সভাসদ্‌গণ
করে স্তুতিবৃষ্টি! বলা ত হয়েছে শেষ
যত কথা করেছ রচনা! যাও এবে!

সভাসদের প্রস্থান।

সুমিত্রার প্রবেশ।

কোথা যাও, একবার ফিরে চাও রাণী!

বিক্রম। রাজা আমি পৃথিবীর কাছে, তুমি শুধু
জান মোরে দীন বলে। ঐশ্বর্য্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধু তোমার নিকটে

ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা!
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী?

সুমিত্রা। মহারাজ,
যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু!

বিক্রম। অপদার্থ আমি! দীন কাপুরুষ আমি!
কর্ত্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী!
কিন্তু মহারাণী, সে কি স্বভাব আমার?
আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহীয়সী? তুমি উচ্চে,
আমি ধূলি মাঝে? নহে তাহা! জানি আমি
আপন ক্ষমতা! রয়েছে দুর্জ্জয় শক্তি
এ হৃদয় মাঝে; প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে। বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা; পরায়েছি কণ্ঠে তব।

সুমিত্রা। ঘৃণা কর, মহারাজ, ঘৃণা কর মোরে
সেও ভাল—একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়—ক্ষুদ্র এ নারীর পরে
করিও না বিসর্জ্জন সমস্ত পৌরুষ।

বিক্রম। এত প্রেম, হায় তার এত অনাদর!
চাহ না এ প্রেম? না চাহিয়া, দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া!—উপেক্ষার ছুরি দিয়া
কাটিয়া তুলিছ, রক্তসিক্ত তপ্ত প্রেম
মর্ম্মবিদ্ধ করি! ধূলিতে দিতেছ ফেলি
নির্ম্মম নিষ্ঠুর! পাষাণ-প্রতিমা তুমি,

যত বক্ষে চেপে ধরি অনুরাগভরে,
তত বাজে বুকে !

সুমিত্রা। চরণে পতিত দাসী,
কি করিতে চাও কর। কেন তিরস্কার ?
নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন ?
কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জ্জনা,
কেন রোষ বিনা অপরাধে ?

বিক্রম। প্রিয়তমে,
উঠ, উঠ,—এস বুকে—স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্ব্বাণ !
কত সুধা, কত ক্ষমা ওই অশ্রুজলে,
অয়ি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভর !
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষ্ণ কথা বিঁধে
প্রেম-উৎস ছুটে—অর্জ্জুনের শরাঘাতে
মর্ম্মাহত ধরণীর ভোগবতী সম !

নেপথ্যে। মহারাণী !

সুমিত্রা। (অশ্রু মুছিয়া) দেবদত্ত ! আর্য্য, কি সংবাদ ?

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ
করিয়াছে অবহেলা ;—বিদ্রোহের তরে
হয়েছে প্রস্তুত।

সুমিত্রা। শুনিতেছ মহারাজ ?

বিক্রম। দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ !

দেব। মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে
তাই সেথা নৃপতির পাইনে দর্শন!

সুমিত্রা। স্পর্দ্ধিত কুক্কুর যত বর্দ্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে! রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে! এ কি অহঙ্কার!
মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময়?
মন্ত্রণার কি আছে বিষয়! সৈন্য লয়ে
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেল চরণের তলে!

বিক্রম। সেনাপতি শত্রুপক্ষ,—

সুমি। নিজে যাও তুমি।

বিক্রম। আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্ন কাঁটা?
হেথা হতে একপদ নড়িব না, রাণি,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে
এই উপদ্রব? ব্রাহ্মণে নারীতে মিলে
বিবরের সুপ্তসর্প জাগাইয়া তুলি
এ কি খেলা! আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা
নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ!

সুমিত্রা। ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রাণী!

(প্রস্থান)

বিক্রম। দেবদত্ত
বন্ধুত্বের এই পুরস্কার? বৃথা আশা!
রাজার অদৃষ্টে বিধি লেখেনি প্রণয়;

ছায়াহীন সঙ্গীহীন পর্ব্বতের মত
একা মহাশূন্য মাঝে দগ্ধ উচ্চ শিরে
প্রেমহীন নীরস মহিমা ; ঝঞ্ঝাবায়ু
করে আক্রমণ, বজ্র এসে বিঁধে, সূর্য্য
রক্তনেত্রে চাহে, ধরণী পড়িয়া থাকে
চরণ ধরিয়া ! কিন্তু ভালবাসা কোথা ?
রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে
কাঁদে ; হায় বন্ধু, মানব জীবন লয়ে
রাজত্বের ভান করা শুধু বিড়ম্বনা !
দম্ভ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হয়ে গিয়ে
ধরা সাথে হোক্ সমতল ; একবার
হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের !
বাল্যসখা, রাজা বলে ভুলে যাও মোরে,
একবার ভাল করে কর অনুভব
বান্ধব-হৃদয়-ব্যথা বান্ধব হৃদয়ে !

দেব। সখা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো তোমারি।
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি স'ব অকাতরে ; রোষানল
লব বক্ষ পাতি, যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে।

বিক্র। দেবদত্ত,
সুখনীড় মাঝে কেন হানিছ বিরহ ?
সুখস্বর্গ মাঝে কেন আনিছ বহিয়া
হাহাধ্বনি ?

দেব। সখা, আগুন লেগেছে ঘরে

আমি শুধু এনেছি সংবাদ! সুখনিদ্রা
দিয়েছি ভাঙ্গায়ে!

বিক্র। এর চেয়ে সুখস্বপ্নে
মৃত্যু ছিল ভাল!

দেব। ধিক্ লজ্জা, মহারাজ,
রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ সুখস্বপ্ন
বেশি হল?

বি। যোগাসনে লীন যোগীবর
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়?
স্বপ্ন এ সংসার! অর্দ্ধশত বর্ষ পরে
আজিকার সুখ দুঃখ কার মনে রবে?
যাও যাও, দেবদত্ত, যেথা ইচ্ছা তব!
আপন সান্তনা আছে আপনার কাছে।
দেখে আসি ঘৃণাভরে কোথা গেল রাণী! (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির।

পুরুষ বেশে রাণী সুমিত্রা।

বাহিরে অনুচর।

সুমিত্রা। জগত-জননী মাতা, দুর্ব্বল হৃদয়
তনয়ারে করিয়ো মার্জ্জনা! আজ সব
পূজা ব্যর্থ হল;—শুধু সে সুন্দর মুখ
পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ আঁখি দুটি,

সেই শয্যা পরে একা সুপ্ত মহারাজ!
হায় মা, নারীর প্রাণ এত কি কঠিন?
দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি, সতি,
প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ পানে?
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
ও রাঙা চরণ! মাগো, সে দিনের কথা
দেখ্ মনে করে! জননি, এসেছি আমি
রমণীহৃদয় বলি দিতে; রমণীর
ভালবাসা, ছিন্ন শতদল সম, দিতে
পদতলে। নারী তুমি, নারীর হৃদয়
জান তুমি; বল দাও জননী আমারে!
থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
"ফিরে এস, ফিরে এস রাণী," প্রেমপূর্ণ
পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর। খড়্গ নিয়ে
তুমি এস, দাঁড়াও রুধিয়া পথ, বল,
"তুমি যাও, রাজধর্ম্ম উঠুক্ জাগিয়া,
ধন্য হোক্ রাজা, প্রজা হোক্ সুখী, রাজ্যে
ফিরে আসুক্ কল্যাণ, দূর হোক্ যত
অত্যাচার, ভূপতির যশোরশ্মি হতে
ঘুচে যাক্ কলঙ্ককালিমা। তুমি নারী
ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও—একাকিনী
বসে বসে, নিজ দুঃখে মর বুক ফেটে!"
পিতৃসত্য পালনের তরে, রামচন্দ্র

গিয়েছেন বনে, পতিসত্য পালনের
লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী কাছে—কভু তাহা
ব্যর্থ হইবে না—সামান্য নারীর তরে!

বাহিরে একজন পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ।

অনুচর। কে তোরা! দাঁড়া এইখেনে!

পু। কেন বাবা? এখেনেও কি স্থান নেই?

স্ত্রী। মাগো! এখেনেও সেই সিপাই?

সুমিত্রার বাহিরে আগমন।

সুমি। তোমরা কে গো?

পু। মিহিরগুপ্ত আমাদের ছেলেটিকে ধরে রেখে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চাল নেই, চুলো নেই, মরবার জায়গাটুকু নেই—তাই আমরা মন্দিরে এসেছি—মার কাছে হত্যে দিয়ে পড়ব—দেখি তিনি আমাদের কি গতি করেন?

স্ত্রী। তা, হাঁগা, এখেনেও তোমরা সিপাই রেখেচ? রাজার দরজা বন্ধ, আবার মায়ের দরজাও আগ্‌লে দাঁড়িয়েছ?

সু। না বাছা, এস তোমরা। এখেনে তোমাদের কোন ভয় নেই। কে তোমাদের উপর দৌরাত্ম্য করেচে?

পু। এই জয়সেন। আমরা রাজার কাছে দুঃখু জানাতে গিয়েছিলেম, রাজদর্শন পেলেম না—ফিরে এসে দেখি আমাদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে—আমাদের ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

সু। (স্ত্রীলোক প্রতি) হাঁগা, তা তুমি রাণীকে গিয়ে জানালেনা কেন?

স্ত্রী। ওগো রাণীইত রাজাকে যাদু করে রেখেচে। আমাদের রাজা ভাল, রাজার দোষ নেই—ঐ বিদেশ থেকে এক রাণী এসেচে, সে আপন কুটুম্বদের রাজ্য জুড়ে বসিয়েছে। প্রজার বুকের রক্ত শুষে খাচ্চে গো!

পু। চুপ কর্ মাগী! তুই রাণীর কি জানিস্? যে কথা জানিস্‌নে তা মুখে আনিস্‌নে।

স্ত্রী। জানিনে ত কি?

পু। কি করে জানলি?

স্ত্রী। আমি সব জানি!

পু। আ মোলো মাগী! তুই আঁস্তাকুড়ে বসে রাণীর কথা কি জানিস্?

স্ত্রী। জানি গো জানি! ঐ রাণীই ত বসে বসে রাজার কাছে আমাদের নামে যত কথা লাগায়!

সুমি। ঠিক বলেছ বাছা। ঐ রাণী সর্ব্বনাশীই ত যত নষ্টের মূল! তা সে আর বেশীদিন থাক্‌বে না। তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এই নাও আমার সাধ্যমত কিছু দিলেম। সব দুঃখ দূর কর্ত্তে পারিনে।

পু। আহা, তুমি কোন্ রাজার ছেলে হবে, তোমার জয় হোক্!

সুমি। আর বিলম্ব নয় এখনি যাব।

অনু। ঝড় বৃষ্টি হচ্চে, অন্ধকার রাত্রি।

সু। তা হোক্, আমার আর সময় নেই—ঘোড়া নিয়ে এস!

(প্রস্থান)

———

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

ঝড়বৃষ্টি।

ত্রিবেদী।

ত্রি। হে হরি, কি দেখ্‌লুম! পুরুষমূর্ত্তি ধরে রাণী সুমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মন্দিরে দেবপূজোর ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড় খুসি! মধুসূদন! ভাব্‌লে ব্রাহ্মণ বড় সরল হৃদয়, মাথার তেলোয় যেমন একগাছি চুল দেখা যায় না, তলায় তেমনি বুদ্ধির লেশমাত্র নাই—একে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেওয়া যাক্! এর মুখ দিয়ে রাজাকে দুটো মিষ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক্! বাবা, তোমরা বেঁচে থাক! যখনি তোমাদের কিছু দরকার পড়বে বুড়ো ত্রিবেদীকে ডেকো, আর দানদক্ষিণের বেলায় দেবদত্ত আছেন। দয়াময়! তা' বল্‌ব! খুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বল্‌ব! আমার মুখে মিষ্টি কথা আরো বেশি মিষ্টি হয়ে ওঠে! কমললোচন! রাজা কি খুসীই হবে! কথাগুলো যত বড় বড় করে বল্‌ব রাজার মুখের হাঁ তত বেড়ে যাবে। দেখেছি, আমার মুখে বড় কথাগুলো শোনায় ভাল—লোকের বিশেষ আমোদ বোধ হয়! বলে, ব্রাহ্মণ বড় সরল। পতিতপাবন! এবারে কতটা আমোদ হবে বল্‌তে পারিনে! কিন্তু শব্দশাস্ত্র একেবারে উলোট পালট করে দেব! আঃ কি দুর্য্যোগ! গাছগুলো মাথায় ভেঙ্গে না পড়লে বাঁচি! ঐ বুঝি একটা মন্দির দেখা যাচ্চে? আজ সমস্ত দিন দেবপূজো হয় নি, এইবার একটু পুজোঅর্চ্চনায় মন দেওয়া যাক্! দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল!

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

বিক্রমদেব, মন্ত্রী ও দেবদত্ত।

বিক্রম। পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন! এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়? এই রাজা?
এই কি মহিমা তার? বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে, পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মত, ক্ষুদ্র পাখী
উড়ে চলে যায়!

মন্ত্রী। হায় হায়, মহারাজ,
লোক নিন্দা, ভগ্নবাঁধ জলস্রোত সম,
ছুটে চারিদিক হতে!

বিক্রম। চুপ কর মন্ত্রী!
লোক নিন্দা, লোক নিন্দা সদা! নিন্দাভারে
রসনা খসিয়া যাক্ অলস লোকের!
দিবা যদি চলে গেল, উঠুক্ না দুষ্ট
বাষ্প ক্ষুদ্র জলাশয় হতে, চুপি চুপি;
অমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু।
লোক নিন্দা!

দেব। মন্ত্রি, পরিপূর্ণ সূর্য্যপানে
কে পারে তাকাতে? তাই গ্রহণের বেলা

ছুটে আসে যত মর্ত্ত্যলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দ্দিনের দিনপতি পানে ;
আপনার কালিমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখে গগনের আলো ! মহারাণী,
মা জননি, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার ?
তব নাম ধূলায় লুটায় ? তব নাম
ফিরে মুখে মুখে ? একি এ দুর্দ্দিন আজি ?
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী। এরা সব
পথের কাঙ্গাল !

বি। ত্রিবেদী কোথায় গেল ?
মন্ত্রী, ডেকে আন তারে ! শোনা হয় নাই
তার সব কথা ; ছিনু অন্য মনে !

মন্ত্রী। যাই
ডেকে আনি তাঁরে ! (প্রস্থান)

বিক্রম। এখনো সময় আছে ;
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান !
আবার সন্ধান ? এমনি কি চিরদিন
কাটিবে জীবন ? সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে ? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য রাজধর্ম্ম ফেলে শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব ?
পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত
কর পলায়ন ; গৃহহীন, প্রেমহীন,
বিশ্রাম বিহীন, অনাবৃত পৃথ্বিমাঝে
কেবল পশ্চাতে লয়ে আপনার ছায়া !

ত্রিবেদীর প্রবেশ।

চলে যাও, দূর হও, কে ডাকে তোমারে?
বারবার তার কথা কে চাহে শুনিতে
প্রগল্ভ ব্রাহ্মণ, মূর্খ!

ত্রি। হে মধুসূদন! (প্রস্থানোদ্যম)

বিক্রম। শোন, শোন, দুটো কথা শুধাবার আছে।
চোখে অশ্রু ছিল?

ত্রি। চিন্তা নেই বাপু! অশ্রু
দেখি নাই!

বিক্রম। মিথ্যা করে বল! অতিক্ষুদ্র
সকরুণ দুটি মিথ্যে কথা! হে ব্রাহ্মণ!
বৃদ্ধ তুমি, ক্ষীণদৃষ্টি, কি করে জানিলে
চোখে তার অশ্রু ছিল কি না? বেশি নয়,
একবিন্দু জল! নহে ত নয়ন-প্রান্তে
ছলছল ভাব; কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী! তাও নয়? সত্য বল,
মিথ্যা বল! বোলোনা, বোলোনা, চলে যাও!

ত্রিবেদী। হরি হে তুমিই সত্য! (প্রস্থান)

বিক্রম। অন্তর্য্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালবাসা; পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল!
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম্ম মোর;
রাজধর্ম্ম ফিরে দাও; পুরুষ হৃদয়

মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে !
কোথা কর্ম্মক্ষেত্র ! কোথা জনস্রোত ! কোথা
জীবন মরণ ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস ?—

মন্ত্রীর প্রবেশ ।

মন্ত্রী । মহারাজ, অশ্বারোহী
পাঠায়েছি চারিদিকে রাজ্ঞীর সন্ধানে !

বিক্রম । ফিরাও, ফিরাও মন্ত্রী ! স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া ?
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত ! যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ !

মন্ত্রী । যে আদেশ মহারাজ ! (প্রস্থান)

বিক্র । দেবদত্ত, কেন নত মুখ ? ম্লান দৃষ্টি ?
ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথা বোলোনা ব্রাহ্মণ !
আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর,
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে ! আজি, সখা,
আনন্দের দিন ! এস আলিঙ্গন পাশে !
(আলিঙ্গন করিয়া) বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান !
থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে বিঁধিছে
মর্ম্মে ! এস, এস, একবার অশ্রুজল
ফেলি, বন্ধুর হৃদয়ে ! মেঘ যাক্ কেটে !

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশ্মীর।

প্রাসাদ সম্মুখে রাজপথ।

দ্বারে শঙ্কর।

শঙ্কর। এতটুকু ছিল, আমার কোলে খেলা করত। যখন কেবল চারটি দাঁত উঠেছে তখন সে আমাকে সঙ্কল দাদা বল্‌ত। এখন বড় হয়ে উঠেছে এখন সঙ্কল দাদার কোলে আর ধরে না, এখন সিংহাসন চাই। স্বর্গীয় মহারাজ মরবার সময় তোদের দুটি ভাই বোনকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল। বোনটিত দুদিন বাদে স্বামীর কোলে গেল। মনে করেছিলুম কুমারসেনকে আমার কোল থেকে একেবারে সিংহাসনে উঠিয়ে দেব। কিন্তু খুড়ো মহারাজ আর সিংহাসন থেকে নাবেন না। শুভলগ্ন কতবার হল, কিন্তু আজ-কাল করে আর সময় হল না। কত ওজর কত আপত্তি! আরে ভাই সঙ্কলের কোল এক, আর সিংহাসন এক। বুড়ো হয়ে গেলুম— তোকে কি আর রাজাসনে দেখে যেতে পারব?

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।

১। আমাদের যুবরাজ কবে রাজা হবেরে ভাই? সে দিন আমি তোদের সকলকে মহুয়া খাওয়াব।

২। আরে, তুই ত মহুয়া খাওয়াবি—আমি জান্ দেব, আমি লড়াই করে করে বেড়াব, আমি পাঁচটা গাঁ লুঠ করে আন্‌ব।

আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙ্গে দেব। বলিস্ ত, আমি খুসি হয়ে যুবরাজের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অম্নি মরে পড়ে যাব!

১। তা কি আমি পারিনে? মরবার কথা কি বলিস্! আমার যদি শওয়া শ বরষ পরমায়ু থাকে আমি যুবরাজের জন্যে রোজ নিয়মিত দু সন্ধে দুবার করে মর্ত্তে পারি। তা ছাড়া উপ্‌রি আছে!

২। ওরে যুবরাজত আমাদেরই—স্বর্গীয় মহারাজ তাকে আমাদেরই হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে কাঁধে করে ঢাক বাজিয়ে রাজা করে দেব। তা, কাউকে ভয় করব না,—

১। খুড়ো মহারাজকে গিয়ে বলব, তুমি নেমে এস; আমরা আমাদের রাজপুত্তুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ কর্ত্তে চাই।

২। শুনেচিস্ পূর্ণিমা তিথিতে যুবরাজের বিয়ে।

১। সেত আজ পাঁচ বৎসর ধরে শুনে আস্‌চি!

২। এইবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। ত্রিচড়ের রাজবংশে নিয়ম চলে আস্‌চে যে, পাঁচ বৎসর রাজ কন্যার অধীন হয়ে থাক্‌তে হবে। তার পরে তার হুকুম হলে বিয়ে হবে।

১। বাবা, এ আবার কি নিয়ম! আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের চিরকাল চলে আস্‌চে শ্বশুরের গালে চড় মেরে মেয়েটার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসি—ঘণ্টাদুয়ের মধ্যে সমস্ত পরিস্কার হয়ে যায়—তারপরে আবার দশটা বিয়ে করবার ফুরসৎ পাওয়া যায়!

২। যোধমল, সে দিন কি করবি বল্ দেখি?

১। সে দিন আমিও আরেকটা বিয়ে করে ফেল্‌ব।

২। সাবাস্ বলেছিস্ রে ভাই!

১। মহিচাঁদের মেয়ে! খাসা দেখ্‌তে ভাই! কি চোখ্ রে! সে দিন বিতস্তায় জল আন্‌তে যাচ্ছিল, দুটো কথা বল্‌তে গেলুম,

কঙ্কণ তুলে মারতে এল। দেখ্‌লুম চোখের চেয়ে তার কঙ্কণ ভয়ানক। চট্‌পট সরে পড়তে হল!

গান।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

ঐ আঁখিরে!
ফিরে ফিরে চেয়োনা চেয়োনা, ফিরে যাও
কি আর রেখেছ বাকি রে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নীদ্,
কি সুখে পরাণ আর রাখিরে!

২। সাবাস্ ভাই!

১। ঐ দেখ্ শঙ্কর দাদা! যুবরাজ এখেনে নেই—তবু বুড়ো সাজসজ্জা করে সেই দুয়োরে বসে আছে। পৃথিবী যদি উলট্‌পালট্ হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না।

২। আয় ভাই ওকে যুবরাজের দুটো কথা জিজ্ঞাসা করা যাক্!

১। জিজ্ঞাসা করলে ও কি উত্তর দেবে? ও তেমন বুড়ো নয়। যেন ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতো জোড়াটার মত পড়ে আছে মুখে কথাটি নেই।

২। (শঙ্করের নিকটে গিয়া) হাঁ দাদা, বলনা দাদা, যুবরাজ রাজা হবে কবে?

শঙ্কর। তোদের সে খবরে কাজ কি?

১। না, না, বলচি আমাদের যুবরাজের বয়েস হয়েছে এখন খুড়ো রাজা নাবচে না কেন?

শঙ্কর। তাতে দোষ হয়েছে কি? হাজার হোক্, খুড়ো ত বটে?

২। তা ত বটেই। কিন্তু যে দেশের যেমন নিয়ম—আমাদের নিয়ম আছে যে—

শঙ্কর। নিয়ম তোরা মান্‌বি, আমরা মান্‌ব, বড় লোকের আবার নিয়ম কি? সবাই যদি নিয়ম মান্‌বে তবে নিয়ম গড়্বে কে?

১। আচ্ছা, দাদা, তা যেন হল—কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে বিয়ে করা এ কেমন নিয়ম দাদা? আমি ত বলি, বিয়ে করা বাণ খাও-য়ার মত—চট্ করে লাগ্‌ল তীর তার পরে ইহজন্মের মত বিঁধে রইল। আর ভাবনা রইল না! কিন্তু দাদা, পাঁচ বৎসর ধরে এ কি রকম কারখানা!

শঙ্কর। তোদের আশ্চর্য্য ঠেক্‌বে বলে কি যে দেশের যা নিয়ম তা উল্‌টে যাবে? নিয়ম ত কারো ছাড়াবার যো নেই! এ সংসার নিয়মেই চল্‌চে। যা যা আর বকিস্‌নে যা! এ সকল কথা তোদের মুখে ভাল শোনায় না।

১। তা চল্লুম। আজ কাল আমাদের দাদার মেজাজ ভাল নেই! একেবারে শুকিয়ে যেন খড়খড় করচে!

প্রস্থান।

পুরুষবেশী সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমি। তুমি কি শঙ্কর দাদা?

শঙ্কর। কে তুমি ডাকিলে

পুরাতন পরিচিত স্নেহভরা সুরে?

কে তুমি পথিক?

সুমি। এসেছি বিদেশ হতে।

শঙ্কর। এ কি স্বপ্ন দেখি আমি? কি মন্ত্র-কুহকে

কুমার আবার এল বালক হইয়া

শঙ্করের কাছে? যেন সেই সন্ধেবেলা
খেলাশ্রান্ত সুকুমার বাল্য তনুখানি,
চরণ কমল ক্লিষ্ট, বিবর্ণ কপোল,
ক্লান্ত শিশুহিয়া, বৃদ্ধ শঙ্করের বুকে
বিশ্রাম মাগিছে।

সুমি। জালন্ধর হতে আমি
এসেছি সংবাদ লয়ে কুমারের কাছে।

শঙ্কর। কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে। শৈশবের খেলাধুলা
মনে করে দিতে, ছোট বোন পাঠায়েছে
তারে! দূত তুমি, এ মূর্ত্তি কোথায় পেলে?
মিছে বকিতেছি কত! ক্ষমা কর মোরে!
বল বল কি সংবাদ! রাণী দিদি মোর
ভাল আছে, সুখে আছে, পতির সোহাগে
মহিষী গৌরবে? সুখে প্রজাগণ তারে
মা বলিয়া করে আশীর্ব্বাদ? রাজ্যলক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ?
ধিক্ মোরে, শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে, চল,
গৃহে চল! বিশ্রামের পরে একে একে
বোলো তুমি সকল সংবাদ। গৃহে চল!

সুমিত্রা। শঙ্কর, মনে কি আছে এখনো রাণীরে?

শঙ্কর। সেই কণ্ঠস্বর! সেই গভীর গম্ভীর
দৃষ্টি স্নেহভারনত! এ কি মরীচিকা?
এনেছ কি চুরি করে মোর সুমিত্রার
ছায়াখানি? মনে নাই তারে? তুমি বুঝি

তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে ?
বার্দ্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা কর যুবা!
বহুদিন মৌন ছিনু—আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল! নাহি জানি
কেন এত স্নেহ আসে মনে, তোমা পরে!
যেন তুমি চিরপরিচিত! যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ত্রিচূড়, ক্রীড়াকানন।

কুমার সেন, ইলা, সখীগণ।

ইলা। যেতে হবে? কেন যেতে হবে যুবরাজ ?
ইলারে লাগে না ভাল দুদণ্ডের বেশি,
ছিছি চঞ্চল হৃদয় ?

কুমার। প্রজাগণ সবে—

ইলা। তারা কি আমার চেয়ে হয় ম্রিয়মাণ
তব অদর্শনে? রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই! যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি! রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্য্যভার,

কত রাজ আড়ম্বর, আর সব আছে,
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই!

কুমার। সব আছে
তবু কিছু নাই, তুমি না থেকেও আছ,
প্রাণতমে!

ইলা। মিছে কথা বোলোনা কুমার!
তুমি রাজা আপন রাজত্বে, এ অরণ্যে
আমি রাণী, তুমি প্রজা মোর। কোথা যাবে?
যেতে আমি দিব না তোমারে। সখি তোরা
আয়; এরে বাঁধ্ ফুলপাশে; কর্ গান,
কেড়ে নে সকলে মিলে রাজ্যের ভাবনা।

সখীদের গান।

মিশ্রমোল্লার—একতালা।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে ভেসে যাই!
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই!
জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়!

কুমার। আমারে কি করেছিস্, অয়ি কুহকিনি?

নির্ব্বাপিত আমি। সমস্ত জীবন, মন,
নয়ন, বচন, ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে! যেন আমি
আমারে ভাঙ্গিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব
তোমার মাঝারে প্রিয়ে! যেন মিশে রব
সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়ন পল্লবে!
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে! লাবণ্যের
মত ওই বাহু দুটি রহিব বেড়িয়া,
মিলন সুখের মত কোমল হৃদয়ে
পশি রহিব মিলায়ে!

ইলা। তার পরে শেষে
সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে
পড়িবে স্মরণে;—গীতহীনা বীণাসম
আমি পড়ে রব ভূমে, তুমি চলে যাবে
গুন্ গুন্ গাহি অন্য মনে! না, না, সখা,
স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, এ মিলন পাশ
কখন্ বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,
চোখে চোখে, মর্ম্মে মর্ম্মে, জীবনে জীবনে!

কুমার। সে ত আর দেরি নাই—আজি সপ্তমীর
অর্দ্ধ চাঁদ, ক্রমে ক্রমে পূর্ণ শশি হয়ে
দেখিবেক আমাদের পূর্ণ সে মিলন!
ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে
কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ—
আজি তার শেষ! দূরে থেকে কাছাকাছি,
কাছে থেকে তবু দূর, আজি তার শেষ!

সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিস্ময় রাশি,
সহসা মিলন, সহসা বিরহ ব্যথা—
বনপথ দিয়ে, ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া
শূন্য গৃহ পানে সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে,
প্রতি কথা, প্রতি হাসিটুকু শতবার
উলটি পালটি মনে, আজি তার শেষ!
মৌনলজ্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে,
অশ্রুজল প্রতিবার বিদায়ের বেলা—
আজি তার শেষ!

ইলা। আহা তাই যেন হয়!
সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভাল, দুঃখ
সেও ভাল! তৃষ্ণা ভাল মরীচিকা চেয়ে!
কখন্ তোমারে পাব, কখন্ পাব না,
তাই সদা মনে হয়—কখন্ হারাব!
একা বসে বসে ভাবি, কোথা আছ তুমি,
কি করিছ; কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
অরণ্যের প্রান্ত হতে। বনের বাহিরে
তোমারে জানিনে আর, পাইনে সন্ধান।
সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্ব্বদা,
কিছুই রবে না আর অচেনা অজানা,
অন্ধকার! ধরা দিতে চাহ না কি নাথ?

কুমার। ধরা ত দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়
তবু কেন বন্ধনের পাশ? বল দেখি
কি তুমি পাওনি, কোথা রয়েছে অভাব?

ইলা। যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা

শুনি বসে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে!
মনে হয় সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করে রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন কাছে! কভু মনে হয়
যদি সে ফিরিয়া আসে, দাঁড়ায় হেথায়
তার সেই বাল্য অধিকার নিয়ে, যদি
ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখ-শৈশবের
খেলাঘরে—সেথা তারি তুমি! সেথা মোর
নাই অধিকার! মাঝে মাঝে সাধ যায়
তোমার সে সুমিত্রারে দেখি একবার!

কুমার। সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হত!
উৎসবের আনন্দ-কিরণখানি হয়ে
দীপ্তি পেত পিতৃগৃহে শৈশবভবনে।
অলঙ্কারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
বাঁধিত সাদরে, চুরি করে হাসিমুখে
দেখিত মিলন! আর কি সে মনে করে
আমাদের? পরগৃহে পর হয়ে আছে?

ইলার গান।

পিলু বাঁরোয়া—আড়খেমটা।

এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভাল বাসে সুখে দুখে
ব্যথা সহে হাসি মুখে,
মরণেরে করে চির-জীবন-নির্ভর!

কুমার। কেন এ করুণ সুর? কেন দুঃখগান?
বিষণ্ণ নয়ন কেন?

ইলা। এ কি দুঃখগান?
শোনায় দুঃখের মত গভীর উদার
সুখ। আপনার সুখ দুঃখ ছেড়ে দিয়ে
সুখী হওয়া, ইহা ছাড়া রমণীর সুখ
আর কোথা? সুখ দুঃখ জীবন মরণ
তোমারে দিয়েছি সব। এ কি দুঃখগান?

কুমার। পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছসিয়া
বিশ্বমাঝে! শ্রান্তিহীন কর্ম্মসুখতরে
ধায় হিয়া। চিরকীর্ত্তি করিয়া অর্জ্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
বিরলে বিলাসে বসে এ অগাধ প্রেম
পারিনে করিতে ভোগ অলসের মত।

ইলা। ওই দেখ রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে
উপত্যকা হতে, ঘিরিতে পর্ব্বত শৃঙ্গ,—
সৃষ্টির বিচিত্র লেখা মুছিয়া ফেলিতে।

কুমার। দক্ষিণে চাহিয়া দেখ—অস্তরবিকরে
সুবর্ণ সমুদ্র সম সমতলভূমি
গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন্ বিশ্বপানে!
শস্যক্ষেত্র, বনরাজি, নদী, লোকালয়
অস্পষ্ট সকলি—যেন স্বর্ণ চিত্রপটে
শুধু নানা বর্ণ সমাবেশ, চিত্ররেখা
এখনো ফোটেনি! যেন আমারি আকাঙ্ক্ষা

শৈল-অন্তরাল ছেড়ে ধরণীর পানে
চলেছে বিস্তৃত হয়ে, হৃদয়ে বহিয়া
কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি!
আহা হোথা কত দেশ, নব দৃশ্য কত,
কত নব কীর্ত্তি, কত নব রঙ্গভূমি!

ইলা। অনন্তের মূর্ত্তি ধরে ওই মেঘ আসে
মোদের করিতে গ্রাস! নাথ কাছে এস!
আহা যদি চিরকাল এই মেঘমাঝে
লুপ্তবিশ্বে থাকিতাম তোমাতে আমাতে!
দুটি পাখী একমাত্র মহামেঘনীড়ে!
পারিতে থাকিতে তুমি? মেঘ আবরণ
ভেদ ক'রে কোথা হতে পশিত শ্রবণে
ধরার আহ্বান; তুমি ছুটে চলে যেতে
আমারে ফেলিয়া রেখে প্রলয়ের মাঝে!

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। কাশ্মীরে এসেছে দূত জালন্ধর হতে
গোপন সংবাদ লয়ে।

কুমার। তবে যাই, প্রিয়ে,
আবার আসিব ফিরে পূর্ণিমার রাতে
নিয়ে যাব হৃদয়ের চিরপূর্ণিমারে—
হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে! (প্রস্থান।)

ইলা। যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি! কি বৃহৎ এ সংসার,

কি উদ্দাম তোমার হৃদয়! কে জানিবে
আমার বিরহ? কে গণিবে অশ্রু মোর?
কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শূন্যহিয়া বালিকার মর্ম্মকাতরতা!

তৃতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর।

যুবরাজের প্রাসাদ।

কুমারসেন ও ছদ্মবেশী সুমিত্রা।

কু। কত যে আগ্রহ মোর কেমনে দেখাব
তোমারে ভগিনী? আমারে ব্যথিছে যেন
প্রত্যেক নিমেষ পল,—যেতে চাই আমি
এখনি লইয়া সৈন্য—দুর্ব্বিনীত সেই
দস্যুদের করিতে দমন;—কাশ্মীরের
কলঙ্ক করিতে দূর। কিন্তু পিতৃব্যের
পাইনে আদেশ। ছদ্মবেশ দূর কর
বোন! চল মোরা যাই দোঁহে,—পড়ি গিয়ে
রাজার চরণে!

সুমি। সে কি কথা, ভাই? আমি
এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে
ভগ্নীর হৃদয় ব্যথা। আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিণী রাণী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?

ছদ্মবেশ দহিছে হৃদয়। আপনার
পিতৃগৃহে আসিলাম এতদিন পরে
আপনারে করিয়া গোপন! কতবার
বৃদ্ধ শঙ্করের কাছে কণ্ঠরুদ্ধ হল
অশ্রুভরে,—কতবার মনে করেছিনু
কাঁদিয়া তাহারে বলি—"শঙ্কর, শঙ্কর,
তোদের সুমিত্রা সেই ফিরিয়া এসেছে
দেখিতে তোদের!" হায়, বৃদ্ধ, কত অশ্রু
ফেলে গিয়েছিনু সেই বিদায়ের দিনে,
মিলনের অশ্রুজল নারিলাম দিতে!
শুধু আমি নহি আর কন্যা কাশ্মীরের
আজ আমি জালন্ধর-রাণী।

কুমার। বুঝিয়াছি
বোন! যাই দেখি, অন্য কি উপায় আছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশ্মীর প্রাসাদ।

অন্তঃপুর।

রেবতী, চন্দ্রসেন।

রেবতী। যেতে দাও—যেতে দাও মহারাজ! কি ভাবিছ?
ভাবিছ কি লাগি? যাক্ যুদ্ধে,—তার পরে
দেবতা কৃপায়, আর যেন নাহি আসে
ফিরে!

চন্দ্র। ধীরে, রাণি, ধীরে!

রেব। বসেছিলে এত
দিন সময় চাহিয়া, ক্ষুধিত মার্জ্জার
সম—আজ ত সময় এল—আজো কেন
সেই বসে আছ?

চন্দ্র। কে বসিয়াছিল, রাণি,
কিসের লাগিয়া?

রেব। ছি, ছি, আবার ছলনা?
লুকাবে আমার কাছে? কোন্ অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাওনি বিবাহ?
কেনবা সম্মতি দিলে ত্রিচূড় রাজ্যের
এই অনার্য্য প্রথায়? পঞ্চবর্ষ ধরে
এই কন্যার সাধনা!

চন্দ্র। চুপ কর রাণী—
কে বোঝে কাহার অভিপ্রায়?

রেবতী। তবে, বুঝে
দেখ ভাল করে! যে কাজ করিতে চাও
জেনে শুনে কর। আপনার কাছ হতে
রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন।
দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্য সন্ধানে
করিবে না তব লক্ষ্য ভেদ! নিজ হাতে
উপায় রচনা কর অবসর বুঝে!
বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়
তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ?
কুমারে পাঠাও যুদ্ধে!

চন্দ্র। বাহিরে রয়েছে
কাশ্মীরের যত উপদ্রব। পররাজ্যে
আপনার বিষদন্ত করিতেছে ক্ষয়।
ফিরায়ে আনিতে চাও তাদের আবার?
রেব। অনেক সময় আছে সে কথা ভাবিতে।
আপাতত পাঠাও কুমারে। যৌবরাজ্য-
অভিষেক তরে চঞ্চল হয়েছে প্রজা,
তাদের থামাও কিছু দিন। ইতিমধ্যে
কত কি ঘটিতে পারে পরে ভেবে দেখো!

কুমারের প্রবেশ।

রেব। (কুমারের প্রতি) যাও যুদ্ধে, পিতৃব্যের হয়েছে আদেশ।
বিলম্ব কোরো না আর, বিবাহ উৎসব
পরে হবে। দীপ্ত যৌবনের তেজ ক্ষয়
করিও না, গৃহে বসে আলস্য-উৎসবে!
কুমার। জয় হোক্ জয় হোক্ জননি তোমার!
এ কি আনন্দ সংবাদ! নিজমুখে তাত,
করহ আদেশ।
চন্দ্র। যাও তবে; দেখো, বৎস,
থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা করে
বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্ব্বাদ করি
ফিরে এসো জয়গর্ব্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন পরে।
কুমার। মাগি জননীর
আশীর্ব্বাদ!

রেব। কি হইবে মিথ্যা আশীর্ব্বাদে?
আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু!

পঞ্চম দৃশ্য।

ত্রিচূড়।

ক্রীড়া কানন।

ইলার সখীগণ।

১। আলো কোথায় কোথায় দেবে ভাই?

২। আলোর জন্যে ভাবিনে। আলো ত কেবল একরাত্রি জ্বল্‌বে। কিন্তু বাঁশি এখনো এল না কেন? বাঁশি না বাজ্‌লে আমোদ নেই ভাই!

৩। বাঁশি কাশ্মীর থেকে আন্‌তে গেছে—এতক্ষণে এল বোধ হয়। কখন্‌ বাজ্‌বে ভাই?

১। বাজ্‌বে লো বাজ্‌বে! তোর অদৃষ্টেও একদিন বাজ্‌বে!

৩। পোড়াকপাল আর কি! আমি সেই জন্যেই ভেবে মরচি!

প্রথমার গান।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজিবে!
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।

মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণ-যুগ-রাজীবে!

২। তোর গান রেখে দে! এক একবার মন কেমন হুহু করে উঠ্‌চে। মনে পড়চে কেবল একটি রাত আলো, হাসি, বাঁশি, আর গান। তার পরদিন থেকে সমস্ত অন্ধকার!

১। কাঁদবার সময় ঢের আছে বোন্! এই ছুটো দিন একটু হেসে আমোদ করে নে! ফুল যদি না শুকোত তা হলে আমি আজ থেকেই মালা গাঁথ্‌তে বস্‌তুম।

২। আমি বাসরঘর সাজাব।

১। আমি সখীকে সাজিয়ে দেব।

৩। আর, আমি কি করব?

১। ওলো, তুই আপনি সাজিস্! দেখিস্ যদি যুবরাজের মন ভোলাতে পারিস্!

৩। তুই ত ভাই চেষ্টা করতে ছাড়িস্‌নি! তা তুই যখন পার-লিনে তখন কি আর আমি পারব? ওলো, আমাদের সখীকে যে একবার দেখেছে—তার মন কি আর অম্‌নি পথেঘাটে চুরি যায়? ঐ বাঁশি এসেছে। ঐ শোন্ বেজে উঠেছে।

প্রথমার গান।

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে!
বনমাঝে, কি মনমাঝে?
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়
কোথায় ফুটেছে ফুল!
বল গো সজনি, এ সুখ রজনী

কোন্‌খানে উদিয়াছে ?
বন মাঝে কি মন মাঝে ? (সজনি)
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে !
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,
বন মাঝে কি মন মাঝে ?

২। ওলো থাম্—ঐ দেখ্ যুবরাজ কুমার সেন এসেচেন !

৩। চল্ চল্ ভাই, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াই গে ! তোরা পারিস, কিন্তু কে জানে, ভাই, যুবরাজের সাম্‌নে যেতে আমার কেমন করে ? তোরা কি করে সে দিন যুবরাজের কাছে গান করলি? আমি তবু গাছের আড়ালে ছিলুম।

২। কিন্তু কুমার আজ হঠাৎ অসময়ে এলেন কেন ?

১। ওলো এর কি আর সময় অসময় আছে ? রাজার ছেলে বলে কি পঞ্চশর ওকে ছেড়ে কথা কয় ? থাক্‌তে পারবে কেন ?

৩। চল্ ভাই আড়ালে চল্ !

অন্তরালে গমন।

কুমারসেন ও ইলার প্রবেশ।

ইলা। থাক্ নাথ, আর বেশি বোলো না আমারে।
কাজ আছে, যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে, তাই
বিবাহ স্থগিত রবে কিছু কাল, এর
বেশি কি আর শুনিব ?

কুমার। এমনি বিশ্বাস
মোর পরে রেখো চিরদিন। মন দিয়ে

মন বোঁঝা যায়; গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে!
প্রবাসীরে মনে কোরো এই উপবনে,
এই নির্ঝরিণী তীরে, এই লতাগৃহে,
এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিম গগন প্রান্তে
ওই সন্ধ্যা তারা পানে চেয়ে! মনে কোরো,
আমিও প্রদোষে, প্রবাসে তরুর তলে
একেলা বসিয়া তোমার আঁখির দৃষ্টি
ওই তারকার পরে পেতেছি দেখিতে।
মনে কোরো এই এক নীলাকাশ তলে
উঠিছে দোঁহার প্রেম পুষ্পের সৌরভ-
সম। এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের
বিরহ রজনী পরে!

ইলা। জানি, জানি, নাথ,
জানি আমি তোমার হৃদয়!

কুমার। যাই তবে,
অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের
মর্ম্মস্বরূপিনী, অয়ি সবার অধিক!

(প্রস্থান)

সখিগণের প্রবেশ।

২। হায়, এ কি শুনি?

৩। সখি, কেন যেতে দিলে?

১। ভালই করেছে। স্বেচ্ছায় না দিলে ছাড়ি
বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় চিরদিন তরে।

হায়, সখি, হায়, শেষে কি নিবাতে হল
উৎসবের দীপ ?

ই। সখি, তোরা চুপ কর্,
টুটিছে হৃদয় ! ভেঙ্গে দে, ভেঙ্গে দে ওই
দীপমালা ! বল্ সখি কে দিবে নিবায়ে
লজ্জাহীনা পূর্ণিমার আলো ? কেন আজ
মনে হয়, আমার এ জীবনের সুখ
আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে ?
অমনি ইলারে কেন অস্তপথপানে
সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন ?

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জালন্ধর। রণক্ষেত্র। শিবির।

বিক্রমদেব, সেনাপতি।

সেনা। বন্দীকৃত শিলাদিত্য, উদয়ভাস্কর ;
শুধু যুধাজিৎ পলাতক—সঙ্গে লয়ে
সৈন্যদলবল।

বিক্রম। চল তবে অবিলম্বে
তাহার পশ্চাতে। উঠাও শিবির হেথা
হতে ; ভালবাসি আমি এই উৰ্দ্ধশ্বাস
মানব মৃগয়া ; গ্রাম হতে গ্রামান্তরে,
বন গিরি নদী তীরে দিবারাত্রি এই
কৌশলে কৌশলে খেলা। বাকি আছে আর
কেবা বিদ্রোহী দলের ?

সেনা। শুধু জয়সেন।
কর্ত্তা সেই বিদ্রোহের। সৈন্যবল তার·
সব চেয়ে বেশি।

বিক্রম। চল তবে, সেনাপতি,
তার কাছে। আমি চাই প্রকৃত সংগ্রাম,
বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে—অতি তীব্র
প্রেম আলিঙ্গন সম। ভাল নাহি লাগে

অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝন্‌ঝনি—ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয় লাভ!

সেনা। কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা; করিবে পশ্চাৎ হতে
আক্রমণ; সমস্ত বিদ্রোহবল হবে
একত্রিত এইক্ষেত্রে—যুঝিবে চৌদিক
হতে। বুঝি অবশেষে বিপদ আশঙ্কা
উদয় হয়েছে মনে, সন্ধির প্রস্তাব
তরে হয়েছে উন্মুখ।

বিক্রম। ভীরু, কাপুরুষ!
সন্ধি নহে—যুদ্ধ চাই আমি! রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সঙ্গীতের
ধ্বনি। চল সেনাপতি!

সেনা। যে আদেশ প্রভু! (প্রস্থান।)

বিক্রম। এ কি মুক্তি! এ কি পরিত্রাণ! কি আনন্দ
হৃদয় মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কি প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর মাঝে? উদ্দাম হৃদয়
অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খুঁজে
ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল পানে।
মুক্তি! মুক্তি আজি! শৃঙ্খল বন্দীরে
ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এতদিন
এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
কীর্ত্তি, কত রঙ্গ—কত কি চলিতেছিল
কর্ম্মের প্রবাহ—আমি ছিনু অন্তঃপুরে

পড়ে ; রুদ্ধদল চম্পক কোরক মাঝে
সুপ্তকীট সম ! কোথা ছিল লোকলাজ,
কোথা ছিল বীরপরাক্রম ! কোথা ছিল
এ বিপুল বিশ্বতটভূমি ! কোথা ছিল
হৃদয়ের তরঙ্গতর্জ্জন ! কে বলিবে
আজি মোরে দীন কাপুরুষ ! কে বলিবে
অন্তঃপুরচারী ! মৃদু গন্ধবহ আজি
জাগিয়া উঠেছে বেগে ঝঞ্ঝাবায়ু রূপে !
এ প্রবল হিংসা ভাল, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে !
প্রলয় ত বিধাতার চরম আনন্দ !
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
সুখ ! হিংসা জাগরণ ! হিংসা স্বাধীনতা !

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। আসিছে বিদ্রোহী সৈন্য !

বিক্রম। চল তবে চল।

চরের প্রবেশ।

চর। রাজন্, বিপক্ষদল নিকটে এসেছে।
নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা, নাই কোন
যুদ্ধ আস্ফালন ; মার্জ্জনা প্রার্থনা তরে
আসিতেছে যেন !

বিক্রম। চাহিনা শুনিতে
মার্জ্জনার কথা ! আগে আমি আপনারে
করিব মার্জ্জনা ;—অপযশ রক্তস্রোতে
করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চল সেনাপতি।

২য় চরের প্রবেশ।

২। বিপক্ষ-শিবির হতে আসিছে শিবিকা—
বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।

সেনা। মহারাজ,
তিলেক অপেক্ষা কর—আগে শোনা যাক্
কি বলে বিপক্ষদূত—

বিক্রম। যুদ্ধ তার পরে।

সৈনিকের প্রবেশ।

সৈ। মহারাণী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ আর জয়সেনে।

বিক্রম। কে এসেছে?

সৈ। মহারাণী।

বিক্রম। মহারাণী! কোন মহারাণী?

সৈনিক। আমাদের মহারাণী।

বিক্রম। বাতুল উন্মাদ!
যাও সেনাপতি। দেখে এস কে এসেছে।

সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান।

মহারাণী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ জয়সেনে! এ কি স্বপ্ন না কি!
এ কি রণক্ষেত্র নয়? এ কি অন্তঃপুর?
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে
মগ্ন? সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারাণী, সেই

পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে ?
বন্দী ? কারে বন্দী ? কি শুনিতে কি শুনেছি ?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী ? (নেপথ্যে চাহিয়া) দূত!
সেনাপতি ! কে এসেছে ? কারে বন্দী লয়ে ?

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। মহারাণী এসেছেন কাশ্মীরের সৈন্য
লয়ে—সঙ্গে তাঁর সোদর কুমারসেন।
এনেছেন পথ হতে যুদ্ধে বন্দী করে
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
আছেন শিবির দ্বারে সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী।

বিক্রম। সেনাপতি, পালাও, পালাও!
চল, চল সৈন্য লয়ে—আর কি কোথাও
নাই শত্রু—আর কেহ নাহি কি বিদ্রোহী ?
সাক্ষাৎ ? কাহার সাথে ? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময় !

সেনাপতি। মহারাজ—

বিক্রম। চুপকর সেনাপতি ;—শোন, যাহা বলি।
রুদ্ধ কর দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ !

সেনা। যে আদেশ মহারাজ !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির দ্বার।

সুমিত্রা, সেনাপতি।

সুমিত্রা। কি বলিছ সেনাপতি! রাজার শিবিরে
মহিষীর প্রবেশ নিষেধ? দুঃসাহসী,
এ কি স্পর্দ্ধা তব? খোল দ্বার!

সেনা। মহারাণী,
আমি রাজ-আজ্ঞাবহ, ক্ষমা কর মোরে।

সুমিত্রা। রাজ-আজ্ঞা?—রাজপদে অপরাধী আমি?
মহারাজ, কোথা মহারাজ! নিজ হস্তে
দণ্ড দাও মহিষীরে!—তুমি কে উদ্ধত
ভৃত্য! সরে যাও—খুলে দাও দ্বার!

সেনা। রাজ্ঞি,
আমি কেহ নই! আমি শুধু অচেতন
লৌহের অর্গল, মহারাজ নিজহস্তে
দিয়েছেন আঁটি শিবির দুয়ারে! মোর
কি সাধ্য তোমারে করি অপমান?

সুমিত্রা। তবে
নিয়ে যাও বন্দী করে মোরে—দীনহীন
অপরাধী সম। আমি রাণী নহি। আমি
ক্ষুদ্র দোষী প্রজা। নিয়ে যাও রাজেন্দ্রের
বিচার আসন তলে!

সে। হায় মহারাণী
রুদ্ধ এ দুয়ার!

সুমিত্রা। তবে জননি ধরণী
দ্বিধা হও—কোলে লও তব তনয়ারে!

তৃতীয় দৃশ্য।

দেবদত্তের কুটীর।

দেবদত্ত, নারায়ণী।

দে। প্রিয়ে, তবে অনুমতি কর—দাস বিদায় হয়।

না। তা যাওনা, আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি না কি?

দে। ঐ ত—ঐ জন্যেই ত কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না—বিদায় নিয়েও সুখ নেই। যা' বলি তা' কর। ঐখানটায় আছাড় খেয়ে পড়। বল হা হতোঽস্মি, হা দগ্ধোঽস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে! হা ভগবন মকর কেতন!

নারা। মিছে বোকো না! মাথা খাও, সত্যি করে বল, কোথায় যাবে?

দে। রাজার কাছে।

নারা। রাজা ত যুদ্ধ কর্ত্তে গেছে। তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে না কি? দ্রোণাচার্য্য হয়ে উঠেছ?

দেব। তুমি থাক্‌তে আমি যুদ্ধ করব?—যাহোক্, এবার যাওয়া যাক।

নারা। সেই অবধি ত ঐ এক কথাই বল্‌চ। তা যাওনা। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে?

দেব। হায় মকরকেতন, এখেনে তোমার পুষ্পশরের কর্ম্ম নয়—একেবারে আস্ত শক্তিশেল না ছাড়্‌লে মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছয়

না! বলি, ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল্‌টল্‌ কিছু বেরোবে কি? সে গুলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেল—আমি উঠি।

নারা। পোড়া কপাল! চোখের জল ফেল্‌ব কি দুঃখে?

হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধ চল্‌বে না? তুমি কি মহাবীর ধূম্র লোচন হয়েছ?

দেব। আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থাম্‌বেনা। মন্ত্রী বারবার লিখে পাঠাচ্ছে রাজ্য ছারখারে যায় কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এদিকে বিদ্রোহ সমস্ত থেমে গেছে।

নারা। বিদ্রোহই যদি থেমে গেল ত মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে যাবেন?

দেব। মহারাণীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারা। হাঁ গা, সে কি কথা! শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধ? বোধ করি রাজায় রাজায় এই রকম করেই ঠাট্টা চলে। আমরা হলে শুধু কান মলে দিতুম। কি বল?

দেব। বড় ঠাট্টা নয়। মহারাণী কুমারসেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ কর্ত্তে দেননি।

নারা। হাঁ গা, বল কি! তা তুমি এত দিন যাওনি কেন? এ খবর শুনেও বসে আছ? যাও, যাও, এখনি যাও। আমাদের রাণীর মত অমন সতী লক্ষ্মীকে অপমান করলে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেচে।

দেব। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেচে—মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা—অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দেবে। তোমার বিনা অনুমতিতে একজন বিদেশী এসে গায়ে পড়ে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল—যেন তোমার নিজ

রাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কি হতে পারে? এই শুনে মহারাজ আগুণ হয়ে কুমারসেনকে পাঁচটা ভৎ‍র্সনা করে এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবাপুরুষ, সহ্য কর্ত্তে পারবে কেন? বোধ করি সেও দূতকে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে থাক্‌বে।

না। তা বেশত—কুমারসেন ত রাজার পর নয়, আপনার লোক, তা কথা চলছিল বেশ তাই চলুক। তুমি কাছে না থাক্‌লে রাজার ঘটে কি দুটো কথাও যোগায় না? কথা বন্ধ করে অস্ত্র চালাবার দরকার কি বাপু! ঐ ওতেই ত হার হল!

দেব। আসল কথা, একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে পারচেন না। নানা ছল অন্বেষণ করচেন। রাজাকে সাহস করে দুটো ভাল কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি ত আর থাক্‌তে পারচিনে আমি চল্লুম।

নারা। যেতে ইচ্ছে হয় যাও আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না। তা আমি বলে রাখলুম। এই রইল তোমার সমস্ত পড়ে রইল। আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেব। রোসো আগে আমি ফিরে আসি তার পরে যেয়ো। বল ত আমি থেকে যাই।

না। না না তুমি যাও! আমি কি আর তোমাকে সত্যি থাক্‌তে বল্‌চি? ওগো, তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরবনা, সে জন্যে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।

দেব। তা কি আর আমি জানিনে? মলয় সমীরণ তোমার কিছু কর্ত্তে পারবে না। বিরহ ত সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না। (প্রস্থানোন্মুখ)

নারা। হে ঠাকুর, রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর! শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আন। আমি এ একলা ঘরে কি করে বাস করব?

দেব। যেতে আর পা সরে না—নানা ছলে দেরি কর্ত্তে ইচ্ছে করে। এ ঘর ছেড়ে কখন কোথাও যাইনি। হে ভগবান্ এদের সকলের উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

জালন্ধর। কুমার সেনের শিবির।

কুমার সেন ও সুমিত্রা।

সুমি। ভাই, রাজারে মার্জ্জনা কর; কর রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ করে বীর নাম করিতে উদ্ধার।
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু; তূনবদ্ধশর, কোষবদ্ধ তীক্ষ্ণ
তরবারী। জানি না কি আমি, অপমান
মানীর হৃদয়ে চিরজীবী মৃত্যুসম?
জাগরণে আত্মদাহ, নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন,
শুভ্র আনন্দের মাঝে কলঙ্ক কালিমা।
দুর্ভাগিনী আমি, আপন ভায়ের হৃদে
হানিতে দিলাম হেন অপমান শর
যেন আপনারি হস্তে! মৃত্যু ভাল ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভাল ছিল!

কুমার। জানিস্নে, বোন,

যুদ্ধ বীরধর্ম্ম নহে সকল সময়ে।
উচিত মুহূর্ত্তে যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত থাকা
অধিক বীরত্ব। হিংসা-ক্ষিপ্র তরবারি
শত্রুর হৃদয়ে হানা নহেত কঠিন
কাজ ;—বীর্য্য চাই কোষমধ্যে রুদ্ধ করে
রাখিবারে তারে। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া ?

সুমি। ধন্য, ভাই,
ধন্য তুমি ! সঁপিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া। তোমার এ স্নেহঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ ?
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ মাঝে—

কুমার। অমি ভাই তোর।
চল্ বোন্, আমাদের সেই শৈলগৃহ
মাঝে ; সেই শুভ্র তুষারশিখর ঘেরা
আনন্দ কাননে। দুটি নির্ঝরের মত
দুই ভাই বোনে একত্রে করেছি খেলা,—
সে খেলা কি গিয়েছিস্ ভুলে ? এতই কি
ঢেলেছিস্ প্রাণ তপ্ত ধূলিময় এই
সমতল ভূমে—ফিরে যেতে পারিবিনে
সেই উচ্চ, সেই শুভ্র শৈশব শিখরে ?

সুমি। চল, ভাই চল। যে ঘরেতে ভাইবোনে
করিতাম খেলা, সেই ঘরে নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে ;—সন্ধেবেলা বসে, তারে

যতনে সাজাব তোমার মনের মত
করে; শিখাইব তারে তুমি ভালবাস
কোন্ ফুল, কোন্ গান্, কোন্ কাব্য রস।
শুনাব বাল্যের কথা; শৈশব মহত্ত্ব
তব শিশু হৃদয়ের।

কুমার। মনে পড়ে মোর,
দোঁহে শিখিতাম বীণা। আমি ধৈর্য্যহীন
যেতেম পালায়ে। তুই শয্যাপ্রান্তে বসে
সারা সন্ধেবেলা কেশবেশ ভুলে গিয়ে
বাজাতিস্, গম্ভীর আনন্দ মুখখানি।
সঙ্গীতেরে করে তুলেছিলি, তোর সেই
ছোট ছোট অঙ্গুলির বশ।

সুমিত্রা। মনে আছে,
খেলা হতে ফিরে এসে শোনাতে আমারে
অদ্ভুত কল্পনা কথা; অজ্ঞাত নদীর
ধারে আছে কোথা সুবর্ণ কিন্নরপুর;
অপূর্ব্ব কুসুমকুঞ্জে কোথা ফলিয়াছে
অমৃতমধুর ফল; ব্যথিত হৃদয়ে
সবিস্ময়ে শুনিতাম; স্বপ্নে দেখিতাম
সেই কিন্নর কানন।

কুমার। বলিতে বলিতে
নিজের কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত।
সত্য মিথ্যা হত একাকার, মেঘ আর
গিরির মতন; দেখিতে পেতেম যেন
দূর শৈল পরপারে রহস্য নগরী।

শঙ্কর আসিছে ওই ফিরে। শোনা যাক্
কি সংবাদ।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা,
ক্ষমা কর বৃদ্ধ এ শঙ্করে। ক্ষমা কর
রাণি, দিদি মোর! মোরে কেন পাঠাইলে
দূত করে রাজার শিবিরে? আমি বৃদ্ধ,
নহি পটু সাবধান বচন বিন্যাসে;
আমি কি সহিতে পারি তব অপমান,—
অতি শিশুকাল হতে তুমি মোর রাজা,—
তুমি রাজা আমার হৃদয়-সিংহাসনে।
শান্তির প্রস্তাব শুনে যখন হাসিল
ক্ষুদ্র জয়সেন, হাসিমুখে ভৃত্য যুধাজিৎ
করিল সুতীব্র উপহাস,—সভ্রূভঙ্গে
কহিলা বিক্রমদেব জালন্ধররাজ
তোমারে বালক, ভীরু; মনে হল যেন
চারিদিকে হাসিতেছে সভাসদ যত
পরস্পর মুখ চেয়ে, হাসিতেছে দূরে
দ্বারের প্রহরী—পশ্চাতে আছিল যারা
তাদের নীরব হাসি ভুজঙ্গের মত
যেন পৃষ্ঠে আসি মোর দংশিতে লাগিল।
দেখিতে পেলেম, বাহিরে দাঁড়ায়ে ছিল
ভিক্ষুক যাহারা, সকৌতুকে দ্বারপ্রান্তে
মারিতেছে উঁকি—তখন ভুলিয়া গেনু

শান্তিপূর্ণ মৃদুবাক্য যত, আমারে যা
শিখাইয়াছিলে প্রভু! কহিলাম রোষে
"তোমরা নিতান্ত ক্ষুদ্রাশয়! কলহেরে
বীরত্ব বলিয়া জান রমণীর মত!
তোমরা যুদ্ধের যোগ্য নও! সেই খেদে
মোর রাজা কোষরুদ্ধ অসি হস্তে লয়ে
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইনু সবে।"
শুনিয়া কম্পিততনু জালন্ধরপতি,
প্রস্তুত হতেছে সৈন্য।

সুমিত্রা। ক্ষমা কর ভাই।

শঙ্কর। এই কি উচিত তব, কাশ্মীর তনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমান কথা? বীরের স্বধর্ম্ম হতে
আপন ভ্রাতারে বিরত কোরো না তুমি,
রাখ এ মিনতি!

সু। বোলো না, বোলো না আর
শঙ্কর! মার্জ্জনা কর ভাই! পদতলে
পড়িলাম;—ওই তব কম্পমান, রুদ্ধ
রোষানল নির্ব্বাণ করিতে চাও? আছে
মোর হৃদয় শোণিত! মৌন কেন ভাই?
বাল্যকাল হতে আমি ভালবাসা তব
পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা!

শঙ্কর। শোন প্রভু!

কুমার। চুপ কর বৃদ্ধ! যাও, তুমি, সৈন্যদের

জানাও আদেশ—এখনি ফিরিতে হবে
কাশ্মীরের পথে!

শঙ্কর। হায় এ কি অপমান,
পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি!

সুমিত্রা। শঙ্কর, বারেক তুই মনে করে দেখ্
সেই ছেলেবেলা! দুটি ছোট ভাই বোনে
কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে।
ভাই বোন, কি পবিত্র সম্বন্ধ দোঁহার,
বিধির স্বহস্তে গড়া আজন্ম বন্ধন।
তার চেয়ে বেশি হল খ্যাতি ও অখ্যাতি,
কেবল মুখের কথা ক্ষুদ্র নিন্দুকের?
এযে চির জীবনের প্রাণের সম্পর্ক—
পিতা মাতা বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদে-
ঘেরা পুণ্য স্নেহতীর্থ;—বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণ-ভূমি
শঙ্কর, করিতে চাস্ অঙ্গার-মলিন?

শঙ্কর। চল্ দিদি, চল্ ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকাল মাঝে!

পঞ্চম দৃশ্য।

বিক্রমদেবের শিবির।

বিক্রম, যুধাজিৎ, জয়সেন।

বিক্রম। পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা
নহে ক্ষাত্রধর্ম্ম।

যুধা। পলাতক অপরাধী
সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, রাজদণ্ড
ব্যর্থ হয় তবে।

বিক্রম। বালক সে, শাস্তি তার
যথেষ্ট হয়েছে। পলায়ন, অপমান,
আর শাস্তি কিবা?

যুধা। গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের
বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান।
সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তার
কলঙ্কের কথা?

জয়। চল, মহারাজ, চল
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই,—সেথা গিয়ে
দোষীরে শাসন করে আসি; সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ!

বিক্রম। তাই চল।
বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর। কার্য্যস্রোতে
আপনারে ভাসাইয়া দিনু, দেখি, কোথা
গিয়ে পড়ি—কোথা পাই কূল!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ,
এসেছে সাক্ষাৎ-তরে ব্রাহ্মণতনয়
দেবদত্ত।

বিক্রম। দেবদত্ত? নিয়ে এস, নিয়ে
এস তারে! না না, রোস, থাম, ভেবে দেখি!

কি লাগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ? জানি তারে
ভাল মতে। এসেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে
ফিরাতে আমারে। হায়, বিপ্র, তোমরাই
ভাঙ্গিয়াছ বাঁধ; এখন প্রবল স্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে
ফিরে যাবে তোমাদের আবশ্যক বুঝে
পোষমানা প্রাণীর মতন? চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশগ্রাম।
সকম্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে
তোমরা চাহিয়া থাক, আমি ধেয়ে চলি
কার্য্যবেগে, অবিশ্রাম গতিসুখে; মত্ত
মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙ্গে
ছুটে চিরদিন। প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ!
মুহূর্ত্ত তাহার পরমায়ু; তারি মধ্যে
উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ,
মত্ত করীশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্ম সম।
বিচার বিবেক পরে হবে। চিরকাল
জড় সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা।
চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে!

জয়। যে আদেশ!

যুধা। (জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি) ব্রাহ্মণেরে জেনো শত্রু ব'লে!
বন্দী করে রাখ!

জয়। বিলক্ষণ জানি তারে!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশ্মীর প্রাসাদ।

রেবতী ও চন্দ্রসেন।

রেব। যুদ্ধসজ্জা? কেন যুদ্ধসজ্জা? শত্রু কোথা
মিত্র আসিতেছে! সমাদরে ডেকে আন
তারে! করুক্ সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন! তুমি কেন ব্যস্ত এত রাজ্য-
রক্ষা তরে? এ কি তব আপনার ধন?
আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে
নিয়ো বন্ধুভাবে। তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।

চ। চুপ কর, চুপ কর,
বোলো না অমন করে! কর্ত্তব্য আমার
করিব পালন; তার পরে দেখা যাবে
অদৃষ্ট কি করে!

রেব। তুমি কি করিতে চাও
আমি জানি তাহা। যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও। তার পর
চারিদিক রক্ষা করে সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্য সাধন!

চন্দ্র। ছি ছি রাণি, এ সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার পরে!

মনে হয় সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি! আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে
সন্দেহ জনমে! কর্ত্তব্যের পথ হতে
ফিরায়োনা মোরে!

রেব। আমিও পালিব তবে
আপন কর্ত্তব্য। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।
রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ ? অরণ্যে গমন ভাল, মৃত্যু ভাল,
রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা
ধিক্ বিড়ম্বনা! জেনো তুমি, রাজভ্রাতা,
আমার গর্ব্বের ছেলে সহিবে না কভু
পরের শাসনপাশ; সমস্ত জীবন
পরদত্ত সাজ প'রে রহিবে না বসে
রাজসভা-পুত্তলিকা হয়ে। আমি তারে
দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন
দিব,—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তারে। নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ!

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। যুবরাজ এসেছেন
রাজধানী মাঝে। আসিছেন অবিলম্বে
রাজসাক্ষাতের তরে। (প্রস্থান)

রেব। অন্তরালে রব

আমি। তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি
জালন্ধর রাজ-পদে অপরাধী ভাবে
করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ।

চন্দ্র। যেয়ো না চলিয়া।

রেব। পারিনে লুকাতে আমি
হৃদয়ের ভাব। স্নেহের ছলনা করা
অসাধ্য আমার! তার চেয়ে অন্তরালে
গুপ্ত থেকে শুনি বসে তোমাদের কথা। (প্রস্থান)

কুমার ও সুমিত্রার প্রবেশ।

কুমার। প্রণাম!

সুমি। প্রণাম তাতঃ!

চন্দ্র। দীর্ঘজীবী হও!

কুমার। বহুপূর্ব্বে পাঠায়েছি সংবাদ, রাজন্,
শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে, আক্রমণ
করিতে কাশ্মীর। কই রণসজ্জা কই?
কোথা সৈন্যবল?

চন্দ্র। শত্রুপক্ষ কারে বল?
বিক্রম কি শত্রু হল? জননি, সুমিত্রা,
বিক্রম কি কাশ্মীর-জামাতা নহে? এত
কাল পরে, গৃহে মোর আসিল জামাতা,
অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ?

সুমি। হায় তাত, মোরে কিছু কোরো না জিজ্ঞাসা।
আমি অভাগিনী নারী কেন আসিলাম

অন্তঃপুর ছাড়ি ? ক্ষুদ্রবল ক্ষুদ্রবুদ্ধি
নিয়ে, অন্ধকারে ঝাঁপায়ে পড়িনু কেন
আবর্ত্ত কুটিল এই সংসার অর্ণবে ?
পদে পদে পরমাদ, সহস্র বিপদ,
অমঙ্গল আসিছে ঘেরিয়া বিভীষিকা-
রূপে। কোথা লুকাইয়া ছিল এত পাপ,
এত অকল্যাণ ? অবলা নারীর ক্ষীণ
ক্ষুদ্র পদক্ষেপে সহসা উঠিল রুষি
সর্প শতফণা। মোরে কিছু শুধায়ো না!
বুদ্ধিহীনা আমি! তুমি সব জান ভাই!
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু তোমারেই জানি।

কুমা। মহারাজ,
আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি;
নিতান্তই আপনার জন। কাশ্মীরের
শত্রু তিনি, আসিছেন শত্রুভাব ধরি।
অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,
কাশ্মীরের অপমান, রাজ্যের বিপদ,
কেমনে উপেক্ষা করি! অগ্রসর হয়ে
চাহি না করিতে আক্রমণ; আত্মরক্ষা-
তরে হইব প্রস্তুত। নিতান্তই যদি
হয় প্রয়োজন, তবেই বাধিবে যুদ্ধ,
নচেৎ গোপন অস্ত্র গোপনে রহিবে।

চ। সে জন্য ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে

সৈন্য। কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই
নাই।

কু। মোর হাতে দাও সৈন্যভার!

চ। দেখা
যাবে পরে। আগে হতে প্রস্তুত হইলে
অকারণে জেগে ওঠে যুদ্ধের কারণ।
আবশ্যক কালে তুমি পাবে সৈন্যভার।

রেবতীর প্রবেশ।

রেবতী। কে চাহিছে সৈন্যভার?

সুমিত্রা ও কুমার। প্রণাম জননী।

রেবতী। যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে,
নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে
সৈন্যভার? তুমি রাজপুত্র? তুমি চাও
কাশ্মীরের সিংহাসন? ছিছি লজ্জাহীন!
বনে গিয়ে থাক লুকাইয়া। সিংহাসনে
বস যদি, বিশ্বসুদ্ধ সকলে দেখিতে
পাবে—উচ্চশির তব কলঙ্কে অঙ্কিত।

কু। জননি, কি অপরাধ করেছি চরণে?
কি কঠিন বচন তোমার! এ কি মাতা
স্নেহের ভর্ৎসনা? বহুদিন হতে তুমি
অপ্রসন্ন অভাগার পরে। রোষদীপ্ত
দৃষ্টি তব বিঁধে মোর মর্ম্মস্থলে সদা;
কাছে গেলে চলে যাও কথা না কহিয়া
অন্য ঘরে; অকারণে কহ তীব্র বাণী!

বল মাতা কি করিলে আমারে তোমার
আপন সন্তান বলে হইবে বিশ্বাস ?

রেব। বলি তবে ?

চন্দ্র। ছিছি, চুপ কর রাণি !

কু। মাতঃ,
অধিক কহিতে কথা নাহিক সময়।
দ্বারে এল শত্রু দল আমারে করিতে
আক্রমণ। তাই আমি সৈন্য ভিক্ষা মাগি।
দিবে না কি তাহা ? মা হয়ে কি অকাতরে
দিবে মোরে সঁপি আসন্ন এ বিপদের
পদতলে ? একা আমি সহায় বিহীন।

রেব। তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধী ভাবে
জালন্ধর রাজকরে করিব অর্পণ !
মার্জ্জনা করেন ভাল, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

সুমি। ধিক্ পাপ ! চুপ কর মাতা। নারী হয়ে
রাজকার্য্যে দিয়োনা দিয়োনা হাত। ঘোর
অমঙ্গলপাশে সবারে আনিবে টানি—
আপনি পড়িবে। হেথা হতে চল ফিরে
দয়ামায়াহীন ওই সদা ঘূর্ণ্যমান
কর্ম্মচক্র ছাড়ি।—তুমি শুধু ভালবাস,
শুধু স্নেহ কর, দয়া কর, সেবা কর—
জননী হইয়া থাক প্রাসাদ মাঝারে।
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব রাজ্যরক্ষা আমাদের কার্য্য
নহে।

কু। কাল যায়, মহারাজ, কি আদেশ ?

চ। বৎস তুমি অনভিজ্ঞ মনে কর তাই
শুধু ইচ্ছামাত্রে সব কার্য্য সিদ্ধ হয়
চক্ষের নিমেষে। রাজকার্য্য সুকঠিন
অতি। সহস্রের শুভাশুভ মুহূর্ত্তের
মাঝে কেমনে করিব স্থির। আবশ্যক
বুঝে ভাল যাহা বিধান করিব পরে।

কু। নির্দ্দয় বিলম্ব তব পিতঃ। বিপদের
মুখে মোরে ফেলি অনায়াসে, স্থির ভাবে
বিচার মন্ত্রণা ? প্রণাম, বিদায় হই।

সুমিত্রাকে লইয়া প্রস্থান।

চ। তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের পরে; প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে তারে বেঁধে রাখি বক্ষমাঝে,
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাত বেদনা !

রেব। আন দেখি ডেকে ? তার বেলা এক পদ
চলে না চরণ ! তোমার কেবল ইচ্ছা
সার।

চন্দ্র। কোন্ দিন আপনার অভিপ্রায়
আপনি করিবে ব্যর্থ নিষ্ঠুরতা তব !

রেব। শিশু তুমি ! মনে কর আঘাত না করে
আপনি ভাঙ্গিবে বাধা ? পুরুষের মত
যদি তুমি কার্য্যে দিতে হাত আমি তবে
দয়া মায়া করিতাম ঘরে বসে বসে
অবসর বুঝে। এখন সময় নাই। (প্রস্থান)

চ। অতি-ইচ্ছা চলে অতি-বেগে। দেখিতে না
পায় পথ, আপনারে করে সে নিস্ফল!
বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে মত্ত অশ্ব যথা
চূর্ণ করে ফেলে রথ পাষাণ প্রাচীরে!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর।

হাট।

লোকসমাগম।

১। কেমন হে খুড়ো, গোলা ভরে ভরে যে গম জমিয়ে রেখে-ছিলে আজ বেচবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন?

২। না বেচ্‌লে কি আর রক্ষে আছে? এদিকে জালন্ধরের সৈন্য এল বলে। সমস্ত লুটে নেবে। আমাদের এই মহাজনদের বড় বড় গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক্ ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটি দুয়েরই জায়গা থাক্‌বে না।

মহাজন। আচ্ছা ভাই আমোদ করে নে। কিন্তু শীঘ্‌গির তোদের ঐ দাঁতের পাটি ঢাক্‌তে হবে। গুঁতো সকলেরই উপর পড়বে।

১। সেই সুখেই ত হাস্‌চি বাবা! এবারে তোমায় আমায় এক সঙ্গে মরব। তুমি রাখ্‌তে গম জমিয়ে আর আমি মর্ত্তুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবারে তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুক্‌নো মুখখানি দেখে যেন মর্ত্তে পারি!

২। আমাদের ভাবনা কি ভাই! আমাদের আছে কি? প্রাণখানা এম্‌নেও বেশিদিন টিঁকবে না অম্‌নেও বেশি দিন টিঁক্‌বে না। এ কটা দিন কসে মজা করে নেরে ভাই!

১। ও জনার্দ্দন, এতগুলো থলে এনেছ কেন? কিছু কিন্‌বে না কি?

জনা। একেবারে বছরখানেকের মত গম কিনে রাখ্‌ব।

২। কিন্‌লে যেন, রাখ্‌বে কোথায়?

জ। আজ রাত্তিরেই মামার বাড়ি পালাচ্চি।

১। মামার বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছলে ত! পথে অনেক মামা বসে আছে, আদর করে ডেকে নেবে!

কোলাহল করিতে করিতে একদল লোকের প্রবেশ।

৫। ওরে কে তোরা লড়াই কর্ত্তে চাস্ আয়!

১। রাজি আছি; কার সঙ্গে লড়তে হবে বলে দে!

৫। খুড়ো রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড়্ করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।

২। বটে! খুড়ো রাজার দাড়িতে আমরা মশাল ধরিয়ে দেব।

অনেকে। আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষে করব।

৫। খুড়ো রাজা গোপনে যুবরাজকে বন্দী কর্ত্তে চেষ্টা করেছিল তাই আমরা যুবরাজকে লুকিয়ে রেখেছি।

১। চল্ ভাই খুড়ো রাজাকে গুঁড়ো করে দিয়ে আসি গে।

২। চল্ ভাই তার মুণ্ডুখানা খসিয়ে তাকে মুড়ো করে দিই গে।

৫। সে সব পরে হবে রে। আপাতত লড়তে হবে।

১। তা লড়ব। এই হাট থেকেই লড়াই সুরু করে দেওয়া যাক্

না। প্রথমে ওই মহাজনদের গমের বস্তা গুলো লুটে নেওয়া যাক্। তার পরে ঘি আছে, চাম্‌ড়া আছে, কাপড় আছে।

ষষ্ঠের প্রবেশ।

৬। শুনেছিস্—যুবরাজ লুকিয়েচেন শুনে জালন্ধরের রাজা রটিয়েছে যে তার সন্ধান বলে দেবে তাকে পুরস্কার দেবে।

৫। তোর এ সব খবরে কাজ কি?

২। তুই পুরস্কার নিবি না কি?

১। আয় না ভাই, ওকে সবাই মিলে পুরস্কার দিই। যা হয় একটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া যাক্। চুপ করে বসে থাক্‌তে পারিনে।

৬। আমাকে মারিস্‌নে ভাই, দোহাই বাপসকল! আমি তোদের সাবধান করে দিতে এসেছি।

২। বেটা তুই আপনি সাবধান হ।

৫। এ খবর যদি তুই রটাবি তা হলে তোর জিব টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌ব।

দূরে কোলাহল।

অনেকে মিলিয়া। এসেছে—এসেছে।

সকলে। ওরে এসেছেরে; জালন্ধরের সৈন্য এসে পৌঁচেছে।

১। তবে আর কি! এবারে লুট কর্ত্তে চল্লুম। ঐ, জনার্দ্দন থলে ভরে গরুর পিঠে বোঝাই করচে। এই বেলা চল্। ঐ জনার্দ্দনটাকে বাদ দিয়ে বাকী কটা গরু বোঝাইসুদ্ধ তাড়া করা যাক্।

২। তোরা যা ভাই! আমি তামাসা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্য আসে আমার দেখ্‌তে বড় মজা লাগে।

গান।

মিশ্র—একতালা।

এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্।
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা,
মরণ-বাঁচন অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
সুখ আছে কি মরার চেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্,
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম্ম চুলোতে যাক্
কেজো লোক সব আয়রে ধেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!
রাজা প্রজা হবে জড়,
থাক্‌বে না আর ছোট বড়,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!

তৃতীয় দৃশ্য।

ত্রিচূড়।

প্রাসাদ।

অমরুরাজ, কুমারসেন।

অ। পালাও, পালাও। এসোনা আমার রাজ্যে।
আপনি মজিবে তুমি আমারে মজাবে।
তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহিনে হইতে
অপরাধী জালন্ধর রাজকাছে। হেথা
তব নাহি স্থান!

কু। আশ্রয় চাহিনে আমি।
অনিশ্চিত অদৃষ্টের পারাবার মাঝে
ভাসাইব জীবন তরণী,—তার আগে
একবার শুধু ইলারে দেখিয়া যাব
এই ভিক্ষা মাগি।

অম। ইলারে দেখিয়া
যাবে? কি হইবে দেখে? কি হইবে দেখা
দিয়ে? স্বার্থপর! রয়েছ মৃত্যুর মুখে
অপমান বহি—গৃহহীন, আশাহীন,
কেন আসিয়াছ ইলার হৃদয় মাঝে
জাগাতে প্রেমের স্মৃতি!

কুমার। কেন আসিয়াছি?
হায়, আর্য্য, কেমনে তা বুঝাব তোমায়?

অম। বিপদের খরস্রোতে ভেসে চলিয়াছ,

তুমি কেন চাহিছ ধরিতে ক্ষীণপ্রাণ
কুসুমিত তীরলতা ? যাও, ভেসে যাও !

কুমার। আমার বিপদ আজ দোঁহার বিপদ,
মোর দুঃখ দুজনের দুখ। প্রেম শুধু
সম্পদের নহে। মহারাজ, একবার
বিদায় লইতে দাও দুদণ্ডের তরে !

অম। চিরকাল তরে তুমি লয়েছ বিদায়।
আর নহে। যাও চলে। ভুলে যেতে দাও
তারে অবসর ! হাসিমুখখানি তার
দিয়ো না আঁধার করি এ জন্মের মত !

কুমার। ভুলিতে পারিত যদি দিতাম ভুলিতে।—
ফিরে এসে দেখা দেব বলে গিয়েছিনু ;
জানি সে রয়েছে বসি আমার লাগিয়া
পথপানে চাহি, আমারে বিশ্বাস করি।
সে সরল সে অগাধ বিশ্বাস তাহার
কেমনে ভাঙ্গিতে দিব ?

অম। সে বিশ্বাস ভেঙ্গে
যাক্ একবার—নতুবা নূতন পথে
জীবন তাহার ফিরাতে সে পারিবে না।
চিরকাল দুঃখ তার চেয়ে কিছুকাল
এ যন্ত্রণা ভাল।

কু। তার সুখ দুঃখ তুমি
দিয়েছ আমার হাতে, কিছুতে ফিরায়ে
নিতে পারিবে না আর। তারে তুমি আর
নাহি জান। তারে আর নারিবে বুঝিতে।

তুমি যারে সুখ দুঃখ বলে মনে কর
তার সুখ দুঃখ তাহা নহে। একবার
দেখে যাই তারে!

অম। আমি তারে জানায়েছি
কাশ্মীরে রয়েছ তুমি রাজমর্য্যাদায়
ক্ষুদ্র বলে আমাদের অবহেলা করে।
বিদেশে সংগ্রামযাত্রা মিছে ছল শুধু
বিবাহ ভাঙ্গিতে।

কু। ধিক্—ধিক্ প্রতারণা!
সরল বালিকা সে কি তোমারি দুহিতা?
এ নিষ্ঠুর মিথ্যা তারে কহিলে যখন
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল? শিরে তব
বজ্র পড়িল না ভেঙ্গে? এখনো সে বেঁচে
রয়েছে কি? যেতে দাও, যেতে দাও মোরে-
একবার দেখে আসি, বলে আসি শুধু
দুটো কথা। বিদীর্ণ হৃদয়ে তার ঢেলে
দিয়ে আসি আমার জীবনভরা প্রেম!
দিবে না কি যেতে? হান তবে তরবারী—
বোলো তারে মরে গেছি আমি। প্রতারণা
কোরো না তাহারে।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। আসিছে সন্ধানে তব
শত্রুচর, পেয়েছি সংবাদ। এই বেলা
চল যাই।

কুমার। কোথা যাব? কি হবে লুকায়ে?
এ জীবন পারিনে বহিতে!

শঙ্কর। বনপ্রান্তে
তোমার অপেক্ষা করি আছেন সুমিত্রা।

কু। চল, যাই চল। ইলা, কোথা আছ ইলা!
ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া! দুর্ভাগ্যের
দিনে জগতের চারিদিকে রুদ্ধ হয়
আনন্দের দ্বার! জেনো, প্রিয়ে, হতভাগ্য
আমি, তাই বলে নহি অবিশ্বাসী! রাজ্য
ধন সব গেছে, সমস্ত সম্পদ মোর
রয়েছে এখন বালিকার হৃদয়ের
বিশ্বাসের মাঝে—হে বিধাতা, সব লও,
সে বিশ্বাস নিয়ো না কাড়িয়া! চল, যাই!

চতুর্থ দৃশ্য।

ত্রিচূড়।

অন্তঃপুর।

ইলা ও সখীগণ।

ইলা। মিছে কথা, মিছে কথা সখি! তোরা চুপ
কর্! আমি তার মন জানি! ভাল করে
বেঁধে দে কবরী মোর ফুলমালা দিয়ে!
নিয়ে আয় সেই নীলাম্বর। স্বর্ণথালে
আন্ তুলে শুভ্র ফুল্ল মালতীর ফুল।
নির্ঝরিণীতীরে ওই বকুলের তলা

ভাল সে বাসিত ; ওইখেনে শিলাতলে
পেতে দে আসনখানি। এমনি যতনে
প্রতিদিন করি সাজ ; এমনি করিয়া
প্রতিদিন থাকি বসে ; কে জানে কখন
সহসা আসিবে ফিরে প্রিয়তম মোর !
এসেছিল আমাদের মিলন দেখিতে
পরে পরে দুটি পূর্ণিমার রাত, অস্ত
গেছে নিরাশ হইয়া। মনে স্থির জানি
এবার পূর্ণিমা নিশি হবে না নিষ্ফল।
আসিবে সে দেখা দিতে। নাই যদি আসে,
তোদের কি ! আমারে সে ভুলে যায় যদি
আমিই সে বুঝিব অন্তরে। কেনই বা
না ভুলিবে, কি আছে আমার ! ভুলে যদি
সুখী হয় সেই ভাল—ভালবেসে যদি
সুখী হয় সেও ভাল ! তোরা, সখি, মিছে
বকিস্‌নে আর ! একটুকু চুপ কর্ !

গান।

মিশ্র পূরবী—কাওয়ালি।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো !
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন্ মনে পড়ে আসিয়ো !
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব' বিরহ শয়নে জাগিয়া,

তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো!
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো!

পঞ্চম দৃশ্য।

কাশ্মীর।

শিবির।

বিক্রমদেব, জয়সেন, যুধাজিত।

জয়। কোথায় সে পালাবে রাজন্! ধরে এনে
দিব তারে রাজপদে। বিবর দুয়ারে
অগ্নি দিলে বাহিরিয়া আসে ভুজঙ্গম
উত্তাপকাতর। সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি
লাগাব আগুন; আপনি সে ধরা দিবে।

বিক্রম। এতদূর এনু পিছে পিছে কত বন,
কত নদী, কত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি;—
আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে? চাহি তারে,

চাহি তারে আমি! সে না হলে সুখ নাই
নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তারে
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি
দেখিব কোথা সে আছে!

যুধা। ধরিবারে তারে
পুরস্কার করেছি ঘোষণা।

বিক্র। তারে পেলে
অন্যকার্য্যে দিতে পারি হাত। রাজ্য মোর
রয়েছে পড়িয়া; শূন্যপ্রায় রাজকোষ;
দুর্ভিক্ষ হয়েছে রাজা অরাজক দেশে
ফিরিতে পারিনে তবু। আমারে রেখেছে
বেঁধে দৃঢ় আকর্ষণপাশে, পলাতক
শত্রু মোর। সদা মনে হয়, এই এল,
এই হল, ওই দেখা যায়, ওই বুঝি
উড়ে ধূলা, আর দেরি নাই, এই বার
বুঝি পাব তারে ধাবমান ঘনশ্বাস
দীপ্ত আঁখি ত্রস্ত মৃগসম। শীঘ্র আন
তারে জীবিত কি মৃত! ছিন্ন হয়ে যাক
মায়াপাশ! নতুবা যা-কিছু আছে মোর
সব যাবে অধঃপাতে।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। রাজা চন্দ্রসেন,
মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটিবার
তরে।

বিক্রম। তোমরা সরিয়া যাও। (প্রহরীকে) নিয়ে এস
তাঁহাদের প্রণাম জানায়ে।

(অন্য সকলের প্রস্থান।)

কি বিপদ!
আসিছেন শ্বাশুড়ি আমার! কি বলিব
শুধাইলে সেই তার কথা? কুমারের
তরে যদি মার্জ্জনা করেন ভিক্ষা, তবে
কি করিব? সহিতে পারিনে আমি অশ্রু
রমণীর, পারিনে কহিতে রমণীরে
কঠিন বচন।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ।

প্রণাম! প্রণাম আর্য্যা!

চন্দ্র। চিরজীবী হও!

রেব। পূর্ণ হোক্ মনস্কাম।

চন্দ্র। শুনিয়াছি অপরাধী হয়েছে কুমার
তোমার নিকটে বৎস।

বিক্রম। আমার আপন
রাজ্যে গিয়ে অপমান করেছে আমারে।

চন্দ্র। বিচারে কি শাস্তি তার করেছ বিধান?

বিক্র। বন্দী করে আনিবে তাহারে। মোর কাছে
অপমান করিলে স্বীকার, অপরাধ
করিব মার্জ্জনা।

রেবতী। এই শুধু? আর কিছু
নয়? অবশেষে মার্জ্জনা করিবে যদি

তবে কেন এত ক্লেশ সহি সৈন্য লয়ে
এত দূরে আসা ? যুদ্ধ কি কেবল তবে
বয়স্ক লোকের অভিপ্রায়হীন খেলা ?
তুমি রাজ্যঅধীশ্বর, ছিল না কি হাতে
আর কোন কাজ ?

বিক্রম। ভৎর্সনা কোরোনা মোরে।
রাজার প্রধান কাজ আপনার মান
রক্ষা করা। যে মস্তক মুকুট বহন
করে, অপমান পারে না বহিতে। মিছে
কাজে আসিনি হেথায়। এসেছি আপন
মান করিতে উদ্ধার।

চন্দ্র। ক্ষমা কর, বৎস,
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হতে করিয়ো বঞ্চিত—কেড়ে নিয়ো
সিংহাসন-অধিকার। নির্ব্বাসন সেও
ভাল, প্রাণে বধিয়ো না !

বিক্রম। চাহিনা বধিতে।

রেবতী। তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া ?
এত অসি, এত শর ? নির্দ্দোষী সৈনিক
যারা, তাদের করিবে বধ, দোষী যে সে
পাইবে নিষ্কৃতি ?

বি। বুঝিতে পারিনে দেবি,
কি বলিছ তুমি।

চন্দ্র। কিছু নয়, কিছু নয়।
অমি তবে বলি বুঝাইয়া। পলায়ন

করে যবে কুমার কাশ্মীরে এল, মোর
কাছে প্রার্থনা করিল সৈন্যভার। আমি
তাহে হইনি সম্মত; স্নেহপাত্র তুমি,
তোমা সনে যুদ্ধ নাহি সাজে মোর। তাই
ক্রুদ্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া
বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত। তাই রাণী
অসন্তুষ্ট কুমারের পরে; দণ্ড তার
করিছে প্রার্থনা তোমা কাছে। গুরু দণ্ড
দিয়ো না তাহারে, সে যে অবোধ বালক।

বিক্রম। আগে তারে বন্দী করে আনি। তার পরে
যথাযোগ্য করিব বিচার।

রেব। প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালায়ে
দাও ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র কর
ছারখার। ক্ষুধা রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির!

চন্দ্র। চুপ কর চুপ কর রাণী। চল বৎস
শিবির ছাড়িয়া চল কাশ্মীর প্রাসাদে।

বিক্রম। অগ্রসর হও মহারাজ, পরে যাব।

(চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান।)

এ কি হিংসা! এ কি ঘোর নরক অনল
রমণীর চোখে! এতদিন পরে যেন
পলকের মাঝে আপনার হৃদয়ের
প্রতিমূর্ত্তিখানা দেখিতে পেলেম ওই
রমণীর মুখে! কি কুৎসিৎ! কে তোমরা

ঘিরেছ আমারে—দানব দানবী যত ?
মনে কি করেছ আমি তোমাদের কেহ ?
অমনি শাণিত ক্রূর বক্র হিংসারেখা
আছে কি ললাটে মোর ? অধরের দুই
প্রান্ত পড়েছে কি নুয়ে রুদ্ধ হিংসাভারে ?
অমনি কঠিন শুষ্ক কুঞ্চিত কুটিল
তীব্র ক্রূর মুখ মোর ? অমনি কি
তীক্ষ্ণস্বর, অমনি কি উষ্ণ তিক্ত বাণী,
খুণীর ছুরির মত বাঁকা বিষমাখা ?
একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই
গুপ্ত লোভ, রুদ্ধ রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা !
দেখিব কেমন করে আপনার বিষে
আপনি জ্বরিয়া মরে নর-বিষধর !
রমণীর হিংস্রমুখ সূচিময় যেন—
কি ভীষণ, কি নিষ্ঠুর, একান্ত কুৎসিৎ !

চরের প্রবেশ।

চর। ত্রিচূড়ের অভিমুখে গেছেন কুমার।

বিক্রম। এ সংবাদ রাখিয়ো গোপনে ! একা আমি
যাব সেথা মৃগয়ার ছলে।

চর। যে আদেশ।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অরণ্য।

শুষ্ক পর্ণশয্যায় কুমার শয়ান।

সুমিত্রা আসীন।

কুমার। কত রাত্রি?

সুমি। রাত্রি আর নাই ভাই। রাঙা
হয়ে উঠেছে আকাশ। শুধু বনচ্ছায়া
অন্ধকার রাখিয়াছে বেঁধে।

কুমার। সারারাত্রি
জেগে বসে আছ, বোন, ঘুম নেই চোখে?

সুমি। জাগিয়াছি দুঃস্বপন দেখে। সারারাত
মনে হয় শুনি যেন পদশব্দ কার
শুষ্ক পল্লবের পরে। অন্ধকার তরু-
অন্তরালে শুনি যেন কাহাদের চুপি-
চুপি বিজন মন্ত্রনা। শ্রান্ত আঁখি যদি
মুদে আসে, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে
জেগে উঠি; সুখসুপ্ত মুখখানি তব
দেখে পুন প্রাণ পাই প্রাণে!

কুমার দুর্ভাবনা
দুঃস্বপ্ন জননী। ভেবোনা আমার তরে
বোন্! সুখে আছি। মগ্ন হয়ে জীবনের
মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের সুখ?
মরণের তটপ্রান্তে বসে, এ যেন গো

প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ।)
(এ সংসারে যত সুখ, যত শোভা, যত
প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হয়ে যেন
আমারে করিছে আলিঙ্গন! জীবনের
প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্ট আছে, সব
আমি পেতেছি আস্বাদ! ঘন বন,
তুঙ্গ শৃঙ্গ, উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত
নির্ঝরিণী, আশ্চর্য্য এ শোভা। অযাচিত
ভালবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টি সম
অবিশ্রাম হতেছে বর্ষণ! (চারিদিকে
ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী
শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি
জীবন বিহঙ্গ বিচিত্রবরণ পাখা
করিছে বিস্তার। ওই শোন কাঠুরিয়া
গান গায়; শোনা যাবে রাজ্যের সংবাদ।

কাঠুরিয়ার প্রবেশ ও গান।

বিভাস—একতালা।

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে!
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে।

কুমার। (অগ্রসর হইয়া) বন্ধু আজি কি সংবাদ?
কাঠু। ভাল নয় প্রভু!

জয়সেন কাল রাত্রে জ্বালায়ে দিয়েছে
নন্দীগ্রাম ; আজ আসে পাণ্ডুপুর পানে।

কুমার। হায়, ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে তোদের
রক্ষা করি ? ভগবান, নির্দ্দোষ দীনের
পরে নির্দ্দয় কেন গো ?

কাঠুরিয়া। (সুমিত্রার প্রতি) জননি, এনেছি
কাষ্ঠভার, রাখি শ্রীচরণে !

সুমিত্রা। বেঁচে থাক ! (কাঠুরিয়ার প্রস্থান)

মধুজীবীর প্রবেশ।

কুমার। কি সংবাদ ?

মধু। সাবধানে থেকো যুবরাজ।
তোমারে যে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত
পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে
যুধাজিৎ। বিশ্বাস কোরো না কারে প্রভু।

কুমা। বিশ্বাস করিয়া মরা ভাল ;—অবিশ্বাস
কাহারে করিব ? তোরা সব অনুরক্ত
বন্ধু মোর সরল হৃদয়।

মধু। মা জননি,
এনেছি সঞ্চয় করে কিছু বনমধু
দয়া করে কর মা গ্রহণ।

সুমি। ভগবান
মঙ্গল করুন তোর।

(মধুজীবীর প্রস্থান।)

শিকারীর প্রবেশ।

শি। জয় হোক্ প্রভু।
ছাগ শিকারের তরে যেতে হবে দূর
গিরিদেশে, দুর্গম সে পথ। তব পদে
প্রণাম করিয়া যাব। জয়সেন গৃহ
মোর দিয়েছে জ্বালায়ে।

কুমার। ধিক্ সে পিশাচ!

শিকা। আমরা শিকারী। যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন?
কিছু খাদ্য এনেছি জননী, দরিদ্রের
তুচ্ছ উপহার। আশীর্ব্বাদ কর যেন
ফিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি
সিংহাসনে।

কু। (বাহু বাড়াইয়া) এস তুমি, এস আলিঙ্গনে।

(শীকারীর প্রস্থান।)

ওই দেখ পল্লব ভেদিয়া, পড়িতেছে
রবিকররেখা। যাই নির্ঝরের ধারে
স্নান সন্ধ্যা করি সমাপন। শিলাতটে
বসে বসে কতক্ষণ দেখি আপনার
ছায়া, আপনারে ছায়া বলে মনে হয়।
নদী হয়ে গেছে চলে এই নির্ঝরিণী
ত্রিচূড় প্রমোদবন দিয়ে। ইচ্ছা করে
ছায়া মোর ভেসে যায় স্রোতে, যেথা সেই
তীরতরুতলে সন্ধেবেলা বসে থাকে

ইলা ;—তার ম্লান ছায়াখানি সঙ্গে নিয়ে
চিরকাল ভেসে যায় সাগরের পানে!
থাক্, থাক্ কল্পনা স্বপন। চল, বোন,
যাই নিত্য কাজে! ওই শোন চারিদিকে
অরণ্য উঠেছে জেগে বিহঙ্গের গানে।

সপ্তম দৃশ্য।

কাশ্মীর প্রাসাদ।

রেবতী, যুধাজিৎ।

রেবতী। এখনো সে পড়িল না ধরা? যুধাজিৎ,
ধিক্ তোমাদের!

যুধা। দুর্গম অরণ্যমাঝে
লুকাইয়া রয়েছে কুমার।

রেব। তোমাদের
মিছে দম্ভ, মিছে বীরপনা! আমি যদি
হইতাম সেনাপতি, দুর্গম সুগম
হত, অসম্ভব হইত সম্ভব!

যুধা। যার
হাতে কাজ, সেই জানে কত বিঘ্নবাধা।
মহারাণী, তোমরা রমণী। মনে কর,
তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই সহজ।
আমরা সংগ্রাম করি বিঘ্নের সহিত
তোমরা তাহার সাথে অভিমান কর,
রাগ কর, মনে কর নারীর ইচ্ছায়

উচিত ছিল না তার বিঘ্ন হয়ে বসা!

রেবতী। জেনো পুরস্কার পাবে সিদ্ধ হলে কাজ।

যুধা। বিঘ্ন নাহি মানে পুরস্কার! নদী বহে
খরস্রোতে; অটল দাঁড়ায়ে থাকে গিরি;
শত শাখা প্রসারিয়া, অরণ্য ঢাকিয়া
রেখে দেয় আপনার আশ্রিত জনেরে।
পড়ে থাকে পুরস্কার রাজকোষ জুড়ে।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। বন্দী—

রেব। কুমার হয়েছে বন্দী?

প্র। পলায়েছে
শিবির হইতে বন্দী।

রেব। কোথাকার বন্দী
কোথা পালায়েছে? ধরে আন, ধরে আন
তারে।

প্রহ। পলায়েছে বন্দী দেবদত্ত।

যুধা। আর
ভয় নাই তারে। যেথা ইচ্ছা করুক্ সে
পলায়ন। ওই আসিছেন রাজা। আমি
তবে চলিলাম। (যুধাজিৎ ও প্রহরীর প্রস্থান)

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্র। কি করিতে চাও রাণী?
কেন এত পরামর্শ গোপনে গোপনে?

এ কি আপনার তরে করিছ প্রস্তুত
বিশ্বব্যাপী চিতা, রাজ্যসুদ্ধ সবে মিলে
দগ্ধ হবে বলে? ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও!
হা বৎস কুমার সেন! এস, ফিরে এস,
ফিরে লও আপনার ধন! আমি যাই,
বনে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করি এ পাপের।
(বাহিরে কোলাহল।)
ওই শোন গৃহহীন কাতর প্রজার
আর্ত্তস্বর। রাজদ্বারে এসেছে তাহারা।

রেব। মরুক্, মরুক্ কেঁদে! যেমন করম
তেমনি হউক শাস্তি। শুনিয়াছি নাকি
কুমারকে বলে তারা হৃদয়ের রাজা।
কেঁদে কেঁদে হৃদয় বিদীর্ণ হোক্ আগে
তবে ত হৃদয়রাজ হইবে বাহির।

অষ্টম দৃশ্য।

ত্রিচূড়।

প্রমোদবন।

বিক্রমদেব, অমরুরাজ।

অমরু। তোমারে করিনু সমর্পণ, যাহা আছে
মোর। তুমি বীর, তুমি রাজ-অধিরাজ।
তব যোগ্য কন্যা মোর, তারে লহ তুমি।

সহকার মাধবিকালতার আশ্রয়।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, মহারাজ, তারে
দিই পাঠাইয়া। (প্রস্থান)

বিক্রম। কি মধুর শান্তি হেথা!
চিরন্তন অরণ্য আবাস, ঘুমন্ত এ
ঘনচ্ছায়া, নির্ঝরিণী নিরন্তর-ধ্বনি।
শান্তি যে শীতল এত, এমন গম্ভীর,
এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল
উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে
ছিনু যেন! মনে হয়, আমার প্রাণের
অনন্ত অনল দাহ, সেও যেন হেথা
হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দ্দেশ,
এত ছায়া, এত স্থান, এত গভীরতা!
এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের,
গেল কার অপরাধে? আমার, কি তার?
যারি হোক্—এ জনমে আর কি পাব না
খুঁজে? মাঝখানে সহসা হারায়ে গেল
সুখের প্রবাহ, কিছুতে পাব না তারে?
চিরজন্ম কেবলি শুনিব, দূর হতে
শুধু তার অবিশ্রাম কল্লোল ক্রন্দন?
যাও তবে! একেবারে চলে যাও দূরে!
জীবনে থেকোনা জেগে অনুতাপরূপে!
দেখা যাক যদি এইখানে—সংসারের
নির্জ্জন নেপথ্য দেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ, তেমনি মধুর!

সখী সহিত ইলার প্রবেশ।

একি অপরূপ মূর্ত্তি! চরিতার্থ আমি!
আসন গ্রহণ কর দেবি। কেন মৌন,
নতশির, কেন ম্লানমুখ, দেহলতা
কম্পিত কাতর? কিসের বেদনা তব?

ইলা। (নতজানু) শুনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ তুমি,
সসাগরা ধরণীর পতি। ভিক্ষা আছে
তোমার চরণে!

বিক্রম। উঠ, উঠ, হে সুন্দরি!
তব পদ-স্পর্শযোগ্য নহে এ ধরণী
তুমি কেন ধূলায় পতিত? চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমারে?

ইলা। মহারাজ,
পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ,
আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমি তলে; তোমার অভাব কিছু নাই!

বিক্রম। আমার অভাব নাই? কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয়? কোথা সেথা ধনরত্ন?
কোথা সসাগরাধরা? সব শূন্য! রাজ্য
ধন কিছু না থাকিত যদি,—শুধু তুমি
থাকিতে আমার—

ইলা। (উঠিয়া) লহ তবে এ জীবন।

তোমরা যেমন করে বনের হরিণী
নিয়ে যাও, বুকে তার তীক্ষ্ণতীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও!

বিক্রম। কেন দেবি মোর পরে এত
অবহেলা? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি? এত রাজ্য, দেশ, করিলাম জয়
প্রার্থনা করেও আমি পাবনা কি তবু
হৃদয় তোমার?

ইলা। সে কি আর আছে মোর?
সমস্ত সঁপেছি যারে, বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কতদিন হল! বনপ্রান্তে দিন আর
কাটেনাক! পথ চেয়ে সদা প'ড়ে আছি;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়,
আর যদি ফিরিয়া না আসে! মহারাজ,
কোথা নিয়ে যাবে? রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে!

বিক্রম। না জানি সে
কোন্ ভাগ্যবান! সাবধান, অতি প্রেম
সহে না বিধির! বলি তবে, ইতিহাস
মোর। এককালে চরাচর তুচ্ছ করি
শুধু ভালবাসিতাম; বিধাতার হিংসা

আসি হানিল সে প্রেম ; জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙ্গে !
বসে আছ যার তরে কি নাম তাহার ?

ইলা। কাশ্মীরের যুবরাজ—কুমার তাহার
নাম।

বিক্রম। কুমার ?

ইলা। তারে জান তুমি ! কেই বা
না জানে ! সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে
হৃদয়।

বিক্রম। কুমার ? কাশ্মীরের যুবরাজ ?

ইলা। সেই বটে মহারাজ ! তার নাম সদা
ধ্বনিছে চৌদিকে ! তোমারি সে বন্ধু বুঝি !
মহৎ সে, ধরণীর যোগ্য অধিপতি।

বিক্রম। তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড় তার আশা ! শিকারের মৃগসম
সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন,
গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে।
কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখী তার চেয়ে !

ইলা। কি বলিলে মহারাজ ?

বিক্রম। তোমরা বসিয়া থাক ধরাপ্রান্তে ; শুধু
ভালবাস। জাননা বাহিরে গরজিছে
সংসার অর্ণব ; কর্ম্মস্রোতে কে কোথায়
ভেসে যায় ; ছল ছল বিশাল নয়নে
তোমরা চাহিয়া থাক ! বৃথা তার আশা !

ইলা। সত্য বল মহারাজ। ছলনা কোরো না
মোরে। জেনো এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণ, শুধু
আছে তারি তরে, তারি আশে, তারি পথ
চেয়ে। কোন্ বনে, কোন্ গৃহহীন পথে
কোথা ফিরে কুমার আমার? আমি যাব,
বলে দাও—গৃহ ছেড়ে কখনো যাইনি,
কোথা যেতে হবে? কোন্ দিকে, কোন্ পথে?

বিক্রম। বিদ্রোহী সে, রাজ সৈন্য ফিরিতেছে সদা
সন্ধানে তাহার।

ইলা। তোমরা কি বন্ধু নহ
তার? তোমরা কি রক্ষা করিবে না তারে?
রাজপুত্র ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি
রাজা হয়ে দেখিবে চাহিয়া? এতটুকু
দয়া নেই কারো? প্রিয়তম, প্রিয়তম,
আমি ত জানিনে, নাথ, বিপদে পড়েছ
তুমি, আমি হেথা বসে আছি তোমা লাগি।
অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদ্যুত সম বেজেছে সংশয়।
শুনেছিনু এত লোক ভালবাসে তারে
কোথা তারা বিপদের দিনে? তুমি না কি
পৃথিবীর রাজা? বিপন্নের কেহ নহ
তুমি? এত সৈন্য, এত যশ, এত বল
নিয়ে দূরে বসে রবে? রাখিবে না তারে?
তবে পথ বলে দাও। অবলা রমণী
আমি, তার তরে জীবন সঁপিব একা!

বিক্রম। কি প্রবল প্রেম! ভালবাস' ভালবাস'
এমনি সবেগে চির দিন! যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালবাস!
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই! দেবি, চাহিনে তোমার প্রেম;
শুষ্ক শাখে ঝরে যায় ফুল, অন্য তরু
হতে ফুল ছিঁড়ে কেমনে সাজাব তারে?
আমারে বিশ্বাস কর—আমি বন্ধু তব;
চল মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব;
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে—তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী!

ইলা। মহারাজ,
প্রাণ দিলে মোরে! যেথা যেতে বল, যাব।

বিক্রম। এস তবে প্রস্তুত হইয়া। যেতে হবে
কাশ্মীরের রাজধানী মাঝে! (ইলা ও সখীর প্রস্থান।)
যুদ্ধ নাহি
ভাল লাগে। শান্তি আরো অধিক অসহ্য!
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে! এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টিসম; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মত। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ দেশান্তরে,) স্কন্ধে ব'হে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!

কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেম শিশির শীতল!
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ি, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। ব্রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে
সাক্ষাতের তরে!

বিক্রম। নিয়ে এস, দেখা যাক্!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। রাজার দোহাই! ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর!

বিক্রম। এ কি! তুমি! কোথা হতে এলে? অনুকূল
দৈব মোর পরে! তুমি বন্ধুরত্ন মোর!

দেব। তাই বটে, মহারাজ, রত্ন বটে আমি!
অতি যত্নে বদ্ধ করে রেখেছিলে তাই!
ভাগ্যবলে এসেছি পলায়ে, খোলা পেয়ে
দ্বার! আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর
হাতে, রত্নভ্রমে! আমি শুধু বন্ধুরত্ন
নই, ব্রাহ্মণীর স্বামীরত্ন আমি! সে কি
আর এতদিন বেঁচে আছে?

বিক্রম। এ কি কথা!
আমিত জানিনে কিছু, এত দিন রুদ্ধ
আছ তুমি!

দে। তুমি কি জানিবে মহারাজ!
তোমার প্রহরী দুটো জানে। কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে
মূর্খ দুটো হাসে! একদিন বর্ষা দেখে
বিরহ ব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা
আগাগোড়া শুনালেম দুজনারে ডেকে;
একান্ত কাতর হয়ে পড়িল তাহারা
নিদ্রাবেশে, টলমল করিতে লাগিল
মুণ্ডু দুটো শ্মশ্রুভার নিয়ে, শির হতে
পাগড়ি পড়িল খসে খসে। নিতান্তই
গ্রাম্যমূর্খ দুটো! বেছে বেছে ভাল লোক
দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের পরে!
এত লোক আছে সখা অধীনে তোমার
শাস্ত্র বোঝে এমন কি ছিল না দুজন?

বিক্রম। বন্ধুবর, বড় কষ্ট দিয়েছে তোমারে!
সমুচিত শাস্তি দিব তারে, যে পাষণ্ড
রেখেছিল রুধিয়া তোমায়। নিশ্চয় সে
ক্রূরমতি জয়সেন।

দে। শাস্তি পরে হবে।
আপাতত যুদ্ধ রেখে, অবিলম্বে দেশে
ফিরে চল। সত্য কথা বলি, মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয়; এবার তা
পেরেছি বুঝিতে! আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড় বড় লোক বিরহেতে মরে;
এবার দেখেছি, সামান্য এ ব্রাহ্মণের

ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ; ছোট
বড় করে না বিচার!

বিক্রম। যম আর প্রেম
উভয়েরি সমদৃষ্টি সর্ব্বভূতে। বন্ধু
চল দেশে। কেবল, যাবার আগে এক
কাজ বাকি। তুমি ছাড়া কারে দিব ভার?
অবিশ্বাসী দস্যু যত অনুচর মোর।
অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া,
ত্রিচূড়রাজের কাছে সন্ধান পাইবে
তার। তার কাছে যেতে হবে। বোলো তারে
আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে
বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে!
আর সখা,—আর কেহ যদি থাকে সেথা—
যদি দেখা পাও আর কারো—

দেব। জানি, জানি—
তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত!
এতক্ষণ বলি নাই কিছু। মুখে যেন
সরে না বচন। এখন তাঁহার কথা
বচনের অতীত হয়েছে। সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে করে
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা!
চলিলাম তবে!

বিক্রম। বসন্ত না আসিতেই
আগে আসে দক্ষিণ পবন, তার পরে
পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হয়ে

ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে
আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখ ভার!

নবম দৃশ্য।

অরণ্য।

কুমারের দুইজন অনুচর।

১। হ্যা দেখ্ মাধু, কাল যে স্বপ্নটা দেখ্‌লুম তার কোন মানে ভেবে পাচ্চিনে। সহরে গিয়ে দৈবিজ্ঞি ঠাকুরের কাছে শুনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

২। কি স্বপ্নটা বল্‌ত শুনি।

১। যেন একজন মহাপুরুষ ঐ জল থেকে উঠে আমাকে তিনটে বড় বড় বেল দিতে এল। আমি দুটো দুহাতে নিলুম,—আর একটা কোথায় নেব ভাবনা পড়ে গেল।

২। দূর মূর্খ, তিনটেই চাদরে বেঁধে নিতে হয়।

১। আরে জেগে থাক্‌লে ত সকলেরই বুদ্ধি যোগায়—সে সময়ে তুই কোথায় ছিলি? তার পরে শোন্‌না; সেই বাকি বেলটা মাটিতে পড়েই গড়াতে আরম্ভ করলে, আমি তার পিছন পিছন ছুট্‌লুম। হঠাৎ দেখি যুবরাজ অশথতলায় বসে আহ্নিক করচেন। বেলটা টপ্ করে তাঁর কোলের উপরে গিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

২। এটা আর বুঝ্‌তে পারলিনে? যুবরাজ শীগ্‌গির রাজা হবে।

১। আমিও তাই ঠাউরেছিলুম। কিন্তু আমি যে দুটো বেল পেলুম, আমার কি হবে?

২। তোর আবার হবে কি? এ বৎসর তোর ক্ষেতে বেগুন বেশি করে ফল্‌বে।

১। না ভাই, আমি ঠাউরে রেখেছি আমার দুই পুত্তর সন্তান হবে।

২। হ্যা দ্যাখ্‌ ভাই বল্লে পিত্তয় যাবিনে কাল ভারি আশ্চর্য্য কাণ্ড হয়ে গেছে। ঐ জলের ধারে বসে রামচরণে আমাতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম—তা আমি কথায় কথায় বল্লুম আমাদের দোবেজী গুণে বলেছে যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে। আর দেরি নেই। এবার শীঘ্‌ঘির রাজা হবে। হঠাৎ, মাথার উপর কে তিন-বার বলে উঠ্‌ল "ঠিক্‌, ঠিক্‌, ঠিক্‌,"—উপরে চেয়ে দেখি, ডুমুরের ডালে এত বড় একটা টিক্‌টিকি।

রামচরণের প্রবেশ।

১। কি খবর রামচরণ?

রা। ওরে ভাই, আজ একটা ব্রাহ্মণ এই বনের আশেপাশে যুবরাজের সন্ধান নিয়ে ফিরছিল। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই জিগ্‌গেষা করলে। আমি তেম্‌নি বোকা আর কি? আমিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জবাব দিতে লাগ্‌লুম। অনেক খোঁজ করে শেষকালে চলে গেল। তাকে আমি চিত্তলের রাস্তা দেখিয়ে দিলুম। ব্রাহ্মণ না হলে তাকে আজ আর আমি আস্ত রাখ্‌তুম না।

২। কিন্তু তা হলে ত এ বন ছাড়তে হচ্চে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখ্‌চি।

১। এইখেনে বসে পড় না ভাই রামচরণ—দুটো গল্প করা যাক্‌।

রাম। যুবরাজের সঙ্গে আমাদের মাঠাকরুণ এই দিকে আস্‌চেন। চল্‌ ভাই, তফাতে গিয়ে বসিগে।

প্রস্থান।

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ।

কুমার। শঙ্কর পড়েছে ধরা। রাজ্যের সংবাদ
নিতে গিয়েছিল বৃদ্ধ, গোপনে ধরিয়া
ছদ্মবেশ। শত্রুচর ধরেছে তাহারে।
নিয়ে গেছে জয়সেন কাছে। শুনিয়াছি
চলিতেছে নিষ্ঠুর পীড়ন তা'র পরে—
তবু সে অটল। একটি কথাও তারা
পারে নাই মুখ হতে করিতে বাহির!

সুমি। হায় বৃদ্ধ প্রভু বৎসল! প্রাণাধিক
ভালবাস যারে, সেই কুমারের কাজে
সঁপি দিলে তোমার কুমারগত প্রাণ!

কুমার। এ সংসারে সব চেয়ে বন্ধু সে আমার,
আজন্মের সখা। আপনার প্রাণ দিয়ে
আড়াল করিয়া, চাহে সে রাখিতে মোরে
নিরাপদে। অতি বৃদ্ধ ক্ষীণ জীর্ণ দেহ,
কেমনে সে সহিছে যন্ত্রণা? আমি হেথা
সুখে আছি লুকায়ে বসিয়া!

সুমিত্রা। আমি যাই,
ভাই। ভিখারিণীবেশে সিংহাসন তলে
গিয়া—শঙ্করের প্রাণভিক্ষা মেগে আসি!

কুমার। আবার তোমারে বাহির হইতে তারা

দিবে ফিরাইয়া। আপনার পিতৃগৃহ-
দ্বারে হবে অপমান। সমস্ত কাশ্মীর
হবে নতশির। বজ্রসম বাজিবে সে
মর্ম্মে গিয়ে মোর।

চরের প্রবেশ।

চর। গত রাত্রে গীধ্‌কুট
জ্বালায়ে দিয়েছে জয়সেন। গৃহহীন
গ্রামবাসীগণ আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে
মন্দুর অরণ্যমাঝে।

(প্রস্থান।)

কুমার। আর ত সহেনা।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমি। চল
মোরা দুইজনে যাই রাজসভা মাঝে;
দেখিব কেমনে, কোন্ ছলে জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব!

কুমার। শঙ্কর বলিত,—
"প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু বন্দীভাবে
কথনো দিয়ো না ধরা।" পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা, দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি—এ কি সহ্য হবে?
অনেক সহেছি বোন্, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে?

সুমিত্রা। তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল।
কুমার। বল, বোন, বল "তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল!" এই ত তোমার যোগ্য কথা।
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল! ভাল করে ভেবে
দেখ! বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল! বল
এ কি সত্য নয়? থেকো না নীরব হয়ে,
বিষাদ আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে।
মুখ তোল, স্পষ্ট করে বল একবার
ঘৃণিত এ প্রাণ লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে থাকা এক দণ্ড এ কি
উচিত আমার?
সুমি। ভাই—
কুমার। আমি রাজপুত্র,
আমার কর্ত্তব্য প্রজাদের রক্ষা করা।
ছারখার হয়ে যায় সোনার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা,—কেঁদে মরে পতিপুত্রহীন নারী।
তবু আমি কোন মতে বাঁচিব গোপনে?
সুমি। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল!
কুমা। বল, তাই বল!
ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর—প্রতিদিন
আমার লাগিয়া, সঁপিছে আপন প্রাণ
অকাতরে—সহিতেছে মৃত্যুর অধিক
নির্য্যাতন। তবু আমি জীবন করিব

ভোগ তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে থেকে ?
বল দেখি, বোন, এমন জীবন ভাল ?

সুমি। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল !

কুমার। বাঁচিলাম শুনে !
তোমারি লাগিয়া রেখেছিনু কোন মতে
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দ্দোষীর প্রাণবায়ু শোষণ করিয়া।
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক !

সুমি। করিনু শপথ !

কুমা। আজ্ঞাবহ ভৃত্য মোর যোধমল। মোর
আজ্ঞা পেলে পারে সে আমার প্রাণ নিতে।
তার হাতে নাশিব জীবন। তার পরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজহস্তে
দিবে উপহার জালন্ধররাজকরে !
বলিও তাহারে—"কাশ্মীরে অতিথি তুমি।
যে দ্রব্যের তরে ব্যাকুল হয়েছ এত
কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
পাঠাইয়া তোমা কাছে আতিথ্যস্বরূপে।"
মৌন কেন বোন ? সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার ? বস এই তরুতলে !
বল, তুমি পারিবে না ? একান্ত অসাধ্য
এ কি ? তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইব
শির মোর হীনমূল্য উপহার সম ?

সমস্ত কাশ্মীর তারে ফেলিবেক ছিন্ন
ছিন্ন করি। (সুমিত্রার মূর্চ্ছা)
ছি ছি বোন! উঠ, উঠ তুমি!
পাষাণে হৃদয় বাঁধ! হোয়ো না বিহ্বল!
নিতান্ত দুঃসহ কাজ—তাইত তোমার
পরে দিতেছি দুরূহ ভার। জগতের
মহাক্লেশ যত মহৎ হৃদয় ছাড়া
কাহারা সহিবে? বল, প্রাণাধিক মোর,
পারিবে করিতে?

সু। পারিব।

কুমার। দাঁড়াও তবে।
ধর বল, তোল শির! সমস্ত হৃদয়-
মন উঠাও জাগায়ে! ক্ষুদ্র নারী সম
পোড়ো না ভাঙ্গিয়া আপন বেদনা ভারে!
জেনে শুনে, আঁখি খুলে, সচেতন হয়ে
দৃঢ়হস্তে তুলে লও কর্ত্তব্য আপন!

সুমিত্রা। অভাগিনী ইলা!

কুমার। তারে কি জানিনে আমি?
হেন ঘোর অপমান লয়ে সে কি মোরে
বাঁচিতে বলিত কভু? বেঁচে যদি থাকি
তবে আমি যোগ্য নহি তার। সে আমার
ধ্রুবতারা, মহৎ মৃত্যুর দিকে ওই
দেখাইছে পথ। কাল পূর্ণিমার তিথি
মিলনের রাত। জীবনের গ্লানি হতে
মুক্ত ধৌত হয়ে চির মিলনের বেশ

করিব ধারণ! আর কোন কথা নয়;
চল বোন। আগে হতে বলিয়া পাঠাই
দূতমুখে রাজসভা মাঝে, কাল আমি
যাব ধরা দিতে। তাহা হলে অবিলম্বে
শঙ্কর পাইবে ছাড়া—বান্ধব আমার।

দশম দৃশ্য

কাশ্মীর।

পথপার্শ্বে চণ্ডিমণ্ডপ।

বৃদ্ধ আসীন, করমচাঁদের প্রবেশ।

করম। কি কর্‌চ খুড়ো?

বৃদ্ধ। আর বাবা! আজ ত কেউ এল না। তাই আমি একলা বসেই পাশা খেল্‌চি!

করম। আজ সবাই যে ব্যস্ত, আজ আর কে আস্‌বে!

বৃদ্ধ। এস ত বাবা! তুমি না হলে খবর দেবে কে? কি হয়েছে বলত। শুনেছি ত আমাদের যুবরাজ আজ আসবেন। তার পরে আর কিছু হয়েছে?

করম। এদিকে মহারাজ বিক্রমদেব জয়সেন যুধাজিৎকে কয়েদ করেছেন।

বৃদ্ধ। বটে? বেশ হয়েছে! তা বল, বল শুনি।

করম। আর হুকুম দিয়েছেন যুবরাজ আস্‌বেন বলে আজ সহরে উৎসব হবে। তিনি আজ স্বহস্তে যুবরাজকে রাজটীকে পরিয়ে দেবেন।

বৃদ্ধ। কি বল্‌ব রে করম, তুই যে খবর দিলি তোকে কি দেব বল্! বন্নুলালের মত আমার যদি ছত্রিশটা ছাগল থাক্‌ত, ত নিদেন তোকে সাতটা দিতুম। এই নে, আমার পাশার ঘুঁটি, আমার পাশার চক্, এ সব তোকে আমি দিলুম।

করম। কিছু দিতে হবে না খুড়ো। মন এমনি খুসি হয়েছে, আজ কে কাকে দেয়? ঐ দেখ ভবানীপ্রসাদের দলরা আস্‌চে। চল, রাস্তায় বেরিয়ে পড়া যাক্। আজ অনেক মজা দেখ্‌তে পাবে।

(পথে অবতরণ।)

এক দল লোকের প্রবেশ।

ভবানীপ্রসাদ। খুড়ো, আজ কি করবে বল দেখি?

বৃদ্ধ। বাপ সকল, কি আর করব বল—হাতে এক পয়সা নেই—ইচ্ছে করচে নিদেন আমার ঐ চণ্ডিমণ্ডপের বরগাগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে একটুখানি আলো করি। প্রস্থান।

ভবানী। (করমচাঁদের প্রতি) শুন্‌চ একবার বুড়োর কথা! বেটা রাশ রাশ টাকা আগ্‌লে একেবারে যক্ষি হয়ে বসে আছে—তবু প্রাণান্তে এক পয়সা খরচ কর্ত্তে চায় না। আমার যে কিছু নেই তবু ঘরে দুটো প্রদীপ বেশি করে জ্বালাতে বলে দিয়েছি।

করম। (স্বগত) তোমার আবার কিছু নেই? ইচ্ছে করলে সমস্ত অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ তুমি আলো জ্বালিয়ে দিন করে দিতে পার—তুমি কেবল দুটি প্রদীপ জ্বালিয়েছ? হে হরি, আমায় যে ধনে ভরে টাকা দাওনি সে ভালই করেছ—খরচ করবার সময় মর্ম্মান্তিক কষ্ট ভুগ্‌তে হয় না। বন থেকে আঁটিকতক শুক্‌নো কাঠ এনে জ্বালিয়ে দেব—খুব আলো হবে—মনের আনন্দে থাক্‌ব।

(প্রস্থান।)

হনুমন্তের প্রবেশ।

হনু। (ভবানীর প্রতি) বাজনার কি হল?

ভবা। আমাদের ঠাকুরদাস ঢুলি বলে আগে টাকা দাও তবে বাজাব। টাকা কে দেয় ভাই? নগদ টাকাত আর আমাকে কামড়াচ্চে না।

হনু। টাকা দিতে হবে বটে? পাজি বেটা! তুমিও যেমন চুপ করে শুনলে? আচ্ছা করে ঘাকতক দিয়ে দিলে না কেন? ঢুলির পিঠে কাঠি পড়লেই ঢোলের পিঠে কাঠি পড়ত।

ভবা। পিটোনো অভ্যেসটা তার আমার চেয়ে অনেক বেশি। চল আমরা দুজনে গিয়ে বাজনার যোগাড় করে আসিগে।

(সকলের প্রস্থান।)

এক দল স্ত্রীলোকের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

সিন্ধু খেমটা।

আজ আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজ্‌বে বাঁশি যমুনা তীরে।
আমরা কি করব? কি বেশ ধরব?
কি মালা পরব?
বাঁচব, কি মর্‌ব সুখে?
কি তারে বল্‌ব?
কথা কি রবে মুখে?
শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাস্‌ব নয়ন নীরে!

প্রথমা। ভাই শাঁখ ভুলে এসেছি।

দ্বিতীয়া। কল্লি কি! চল্ চল্ ফিরে চল্! আমরা সহরের দরজার কাছে সার বেঁধে দাড়াব। পাল্কী এলেই শাঁখ বাজিয়ে উলু দিতে হবে।

আর একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

দ্বিতীয় দল। ওলো চল্ চল্ ছুটে চল্, পাল্কী এসেছে।

তৃতীয়া। পুষ্পবৃষ্টি করব বলে ফুল এনেছি। আয় ভাই আমরা সকলে মিলে ভাগ করে নিই। (প্রস্থান।)

গোলমাল করিতে করিতে একদল পুরবাসীর প্রবেশ।

১। চল্ চল্ শীগ্‌গির চল!

১। ওরে বাজা বেটা বাজা! তোর গায়ে জোর নেই?

৩। একটু থাম। আমাদের শুকলাল কোথায় গেল? শুকলাল! শুকলাল! আমি ত বলেইছিলুম, শুকলালকে নিয়ে কোথাও বেরোন ঝকমারি!

ছোট ছেলে। বাবা, আমি যাব আমি রাজা দেখ্‌তে যাব।

অনেকে। চল্ চল্ ভাই শীগ্‌গির চল। (চতুর্দ্দিকে কোলাহল বাদ্য)

একাদশ দৃশ্য।

কাশ্মীর রাজসভা।

বিক্রমদেব, চন্দ্রসেন।

বিক্রম। আর্য্য, তুমি কেন আজ নীরব এমন?
মার্জ্জনা ত করেছি কুমারসেনে! এতদিন
মার্জ্জনা মার্জ্জনা করি সদা ম্রিয়মাণ

ছিলে মহারাজ, আজ ত প্রার্থনা তব
হয়েছে সফল। তবু কেন নিরানন্দ
অপ্রসন্ন মুখচ্ছবি তব ?

চন্দ্র। তুমি তারে
মার্জ্জনা করেছ। আমি ত এখনো তার
বিচার করিনি শেষ। বিদ্রোহী সে মোর
কাছে। এবার তাহার শাস্তি দিব।

বিক্রম। কোন্
শাস্তি করিয়াছ স্থির ?

চন্দ্র। সিংহাসন হতে
তারে করিব বঞ্চিত।

বিক্রম। অসম্ভব কথা !
সিংহাসন দিব তারে নিজ হস্তে আমি !

চন্দ্র। কাশ্মীরের সিংহাসনে তোমার কি আছে
অধিকার ?

বিক্রম। বিজয়ীর অধিকার আছে
মোর তাহে।

চন্দ্র। তুমি হেথা আছ বন্ধুভাবে—
অতিথির মত। কাশ্মীরের সিংহাসন
তুমি কর নাই জয়।

বিক্রম। কাশ্মীর আপনা-
হতে, বিনাযুদ্ধে মোর করে করিয়াছে
আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ চাও, যুদ্ধ কর,
রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন !
যারে ইচ্ছা দিব তাহা আমি !

চন্দ্র। জানি আমি
জন্মকাল হতে গর্ব্বিত কুমারসেনে।
কথনো সে লইবে না তব হস্ত হতে
দানরূপে আপনার পিতৃসিংহাসন।
প্রেম দাও প্রেম লবে, হিংসা দাও লবে
প্রতিহিংসা বীরের মতন, ভিক্ষা দাও
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে!

বিক্রম। এত গর্ব্ব যদি তার তবে সে কি কভু
ধরা দিতে মোর কাছে আপনি আসিত?

চন্দ্র। তাই ভাবিতেছি, মহারাজ, নহে ইহা
কুমারসেনের মত কাজ। দৃপ্ত যুবা
সিংহসম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
শৃঙ্খল পরিতে গলে? জীবনের মায়া
এতই কি বলবান?

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। শিবিকার দ্বার
রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ।
এসেছেন নগরের সিংহদ্বার করি
অতিক্রম।

বিক্রম। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ?

চন্দ্র। সে কি
আর দেখাইতে পারে মুখ? আপনার
রাজ্যে আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে; পথে
লোকারণ্য চারিদিকে, সহস্রের আঁখি

রয়েছে তাকায়ে। কাশ্মীর ললনা যত
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে। উৎসবের পূর্ণচন্দ্র
চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হতে!
সেই চিরপরিচিত গৃহ পথ হাট
সরোবর মন্দির কানন; পরিচিত
প্রত্যেক প্রজার মুখ—কোন্ লাজে আজি
দেখা দিবে সবারে সে? মহারাজ, শোন
নিবেদন। গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও!
এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার!
আজ রাত্রে দীপালোক দেখে, মরিবে সে
মনে মনে! ভাবিবে সে পাছে নিশীথের
অন্ধকারে লজ্জা ঢাকা পড়ে তার, তাই
এত আলো! এ আলোক শুধু অপমান-
পিশাচের পরিহাস-হাসি!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয় হোক্
মহারাজ! কুমারের অন্বেষণে বনে
বনে অনেক ফিরেছি। কোথাও পাইনি
দেখা। আজ শুনিলাম পথে, আসিছেন
স্বেচ্ছায় নগরে ফিরি। তাই চলে এনু।

বিক্র। করিব রাজার মত অভ্যর্থনা তারে।
তুমি হবে পুরোহিত অভিষেক কালে।
পূর্ণিমা নিশীথে আজ কুমারের সনে

ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার
আয়োজন।

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

সকলে। মহারাজ, জয় হোক্।

প্রথম। করি
আশীর্ব্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও!
লক্ষ্মী হোন্ অচলা তোমার গৃহে সদা।
আজ যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবারে
বলিতে শকতি নাহি—লহ মহারাজ
কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ আশীষ।
(রাজার মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ)

বিক্র। ধন্য আমি, কৃতার্থ জীবন। (ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।)

যষ্টি হস্তে কষ্টে শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। (চন্দ্রসেনের প্রতি) মহারাজ!
এ কি সত্য? যুবরাজ আসিছেন নিজে
শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ?
বল, এ কি সত্য কথা?

চন্দ্র। সত্য বটে!

শঙ্কর। ধিক্!
সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্!
হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব,
সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি
ভগ্ন হয়ে গেল, মূক সম রহিলাম

তবু, সে কি এরি তরে ? অবশেষে তুমি
আপনি ধরিলে বন্দীবেশ, কাশ্মীরের
রাজপথ দিয়ে চলে এলে নত শিরে
বন্দিশালা মাঝে ? এই কি সে রাজসভা
পিতামহদের ? যেথা বসি পিতা তব
উঠিতেন ধরণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে
সে আজ তোমার কাছে ধরার ধূলার
চেয়ে নীচে ! তার চেয়ে নিরাশ্রয় পথ
গৃহ তুল্য, অরণ্যের ছায়া সমুজ্জ্বল,
কঠিন পর্ব্বত শৃঙ্গ অনুর্ব্বর মরু
রাজার সম্পদে পূর্ণ ! চিরভৃত্য তব
আজিকে দিনের আগে মরিল না কেন ?

বিক্রম। ভাল হতে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে
এ তব ক্রন্দন !

শঙ্কর। রাজন্, তোমার কাছে
আসিনি কাঁদিতে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ
রয়েছেন জাগি ওই সিংহাসন কাছে—
আজি তাঁরা ম্লানমুখ, লজ্জানত শির,
তাঁরা বুঝিবেন মোর হৃদয় বেদনা।

বিক্রম। কেন মোরে শত্রু বলে করিতেছ জ্ঞান ?
মিত্র আমি আজি।

শঙ্কর। অতিশয় দয়া তব
জালন্ধরপতি ! মার্জ্জনা করেছ তুমি !
দণ্ড ভাল মার্জ্জনার চেয়ে !

বিক্রম। এর মত

হেন ভক্ত বন্ধু হায় কে আমার আছে ?

দেব। আছে বন্ধু, আছে মহারাজ !

বাহিরে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহল।

শঙ্করের দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। আসিয়াছে
দুয়ারে শিবিকা।

বিক্রম। বাদ্য কোথা, বাজাইতে
বল ! চল, সখা, অগ্রসর হয়ে তারে
অভ্যর্থনা করি ! (বাদ্যোদ্যম।)

সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ।

বিক্রম। (অগ্রসর হইয়া) এস, এস, বন্ধু এস !

স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকা বাহিরে আগমন।

সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব।

বিক্রম। সুমিত্রা ! সুমিত্রা !

চন্দ্র। এ কি, জননি, সুমিত্রা !

সুমি। ফিরেছ সন্ধানে যার নিশিদিন ধরে
কাননে, কান্তারে, শৈলে, দয়া, ধর্ম্ম, রাজা,
রাজলক্ষ্মী সব ভুলে ; যার লাগি দশ-
দিকে হাহাকার করেছ প্রচার ; যারে
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে, এই
লহ, মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শির ; আতিথ্যের উপহার

আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক্, শান্তি হোক্
এ জগতে, নিবে যাক্ নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি! (উর্দ্ধস্বরে) মাগো, জগতজননি,
দয়াময়ি, স্থান দাও কোলে! (পতন ও মৃত্যু)

ছুটিয়া ইলার প্রবেশ।

ইলা। এ কি, এ কি,
মহারাজ, কুমার আমার— (মূর্চ্ছা)

শঙ্কর। (অগ্রসর হইয়া) প্রভু, স্বামি,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভাল, এই ভাল! মুকুট পরেছ
তুমি; এসেছ রাজার মত আপনার
সিংহাসনে; মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল; এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে! গেছ তুমি
পুণ্যধামে—ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে!

চন্দ্রসেন। (মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া) ধিক্ এ মুকুট!
ধিক্ এই সিংহাসন! (সিংহাসনে পদাঘাত)

রেবতীর প্রবেশ।

চন্দ্র। রাক্ষসী, পিশাচী
দূর হ দূর হ—আমারে দিস্‌নে দেখা
পাপীয়সি!

রেবতী। এ রোষ রবে না চিরদিন! (প্রস্থান।)

বিক্রম। (নতজানু) দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জ্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? ইহজন্ম
নিত্য-অশ্রু-জলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

সমাপ্ত।